জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

কাকলি-শতাব্দী

লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপ পদ থেকে সোমবার ইস্তফা দেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রহণ করেন নেত্রী। তাঁর জায়গায় নতুন চিফ হুইপ হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। ডেপুটি লিডার হয়েছেন শতাব্দী রায়

দক্ষিণে ভারী বৃষ্টি

মৌসুমি অক্ষরেখা ফের সক্রিয় হতেই দক্ষিণে ঝেঁপে বৃষ্টির সম্ভাবনা। থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। বুধবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণে। উত্তরের জেলাতেও ভারী বৃষ্টি চলবে

দিল্লিতে বিরোধীদের কমিশন ঘেরাওয়ের দিন বদলে সোমবার

উত্তরকাশীতে ক্ষীরগঙ্গায় ভয়াবহ হড়পা বান, নিশ্চিহ্ন ধারালি গ্রাম

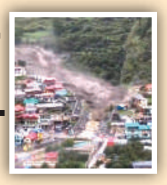

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৭৪ ● ৬ অগাস্ট, ২০২৫ ● ২০ শ্রাবণ ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 74 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 6 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলা ছাড়া তৈরিই হত না ভারতীয় সংস্কৃতি : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বিজেপি বলে কিনা বাংলা বলে কোনও ভাষাই নেই! শুনে রাখুন, বাংলা ছাড়া ভারত হয় না, পৃথিবী হয় না। বাংলা ছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতিই তৈরি হত না। মঙ্গলবার কামারপুকুর মঞ্চ থেকে বিজেপিকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির বাংলা ও বাঙালি-বিদ্বেষ এবং ভাষা-সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গর্জে উঠে তাঁর হুঁশিয়ারি, আমাদের মাতৃভাষাকে নিয়ে খেলবার চেষ্টা করবেন না, বাংলা ভাষাকে অসম্মান করার চেষ্টা করবেন না।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মভিটে কামারপুকুরের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দেন। বলেন, এক ধর্ম আর এক ধর্মকে সহনশীলতায়, আদরে, যত্নে রাখে। বেলুড় মাঠে গিয়ে মুসলিম দরগা দেখে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, বেলুড় মঠে কেন মুসলিম দরগা! তখন মহারাজরা বলেছিলেন স্বামীজির সময় থেকেই এটা রয়েছে। তাহলে কারা এই সর্বধর্ম সমন্বয় গুঁড়িয়ে দিচ্ছে? আর বলে দিচ্ছে বাংলা বলে কোনও ভাষাই নেই! বাংলা ছাড়া কি সংস্কৃতি হয়? বাংলা ছাড়া ভারত হয় না, বাংলা ছাড়া পৃথিবী হয় না। রামকৃষ্ণদেব যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন, তা পাথেয় করেই আমরা চলি। নতুন করে আমাদের ধর্ম শিখতে হয় না। বিজেপির কাছ থেকে আমরা ধর্ম শিখব না। আমরা যা শিখেছি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। সেটা একবার ব্রেনে নিয়ে নিয়েছি, তা আর ভাঙা যাবে না।

বিজেপিকে তিনি ফের একবার মনে করিয়ে দেন, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখা, 'বন্দেমাতরম' ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামমোহন রায় (এরপর ৫ পাতায়)

বন্যা-দুর্গতদের পরিবেশন করে খাওয়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার আরামবাগে।

ছাব্বিশের পর ডিভিসির জল আটকে দেব

প্রতিবেদন : ২০২৬ সালের পরেই ডিভিসির জল আটকাব। মঙ্গলবার ঘাটালের বন্যা-পরিস্থিতি পরিদর্শন করে সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি, এবার অ্যাকশন নেব। ২০২৬ সালের পরই কীভাবে ডিভিসির জল আটকানো যায়, তার প্ল্যান করব। এজন্য আমাদের কয়েকটা ড্যাম তৈরি করতে হবে। এদিন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়েও কেন্দ্রকে একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কেন্দ্রের প্রোজেক্ট। কিন্তু কেন্দ্র তা করেনি। রাজ্য এককভাবে উদ্যোগী হয়েছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে। (এরপর ৫ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ঝিলিম

বাঁশবাগানের মাথার উপরে
আলো দেখা যায় ওই
চাঁদের আলো, তারার ঝিলিক
ঝিলিক জাগে কই?

ঝিঁঝি পোকা ডাকে ঝিঁঝি
জোনাকি ডাকে চিঁ-চিঁ
ঘুমন্ত রাতে, ফুল ঘুমিয়ে
সবুজ ঘাস দলেছি।

ঝিলিম-ঝিলিম জেগে ওঠো
ঝিমির-ঝিমির নাচে।
সকাল বেলায় সবাই জাগে
ঝিলিম জাগে না-যে।

ঝিলিম সোনা ঘুমিয়ে ছিলো
মায়ের আদর পেয়ে
কেউ বোঝেনি শেষ এটা তার
শেষ-ঘুম গেছে ঘুমিয়ে।

বলতে পারো তোমার সবাই
ঝিলিম কোথায় আছে—
ঝিলিমের মুখ মনে করিয়ে দেয়
সে গেছে পরির দেশে।

দু'মাসে বুথভিত্তিক ঝড় দায়িত্ব দিলেন অভিষেক

প্রতিবেদন : চার দফা প্রচারের অভিমুখ নির্দিষ্ট করে দিয়ে আগামী দু'মাস দলকে রাজ্যব্যাপী বাড়ি বাড়ি জনসংযোগে নামার নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির সমর্থনে বুথভিত্তিক প্রচারে নেমে যে চারটি বিষয়ে জোর দিতে হবে— এক) এই নজিরবিহীন বিশেষ কর্মসূচিটির তাৎপর্য। দুই) কেন্দ্রের বৈষম্য, বঞ্চনা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'স্বনির্ভর বাংলায়' উন্নয়ন। তিন) বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের বিরোধিতা। চার) জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কাজে (এরপর ৬ পাতায়)

আমি-তুমি নয়, ঐক্যবদ্ধ

প্রতিবেদন : আমি-তুমি নয়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলকে নিয়ে দলের কাজ করতে হবে, নির্দেশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে তাঁর হুঁশিয়ারি, আমি-তুমির রাজনীতি তৃণমূল কংগ্রেসে চলবে না। যে বা যারা করবে, ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে। সকলকে নিয়ে চলতে হবে। একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এই বৈঠকে একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। আন্দোলন কর্মসূচি থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের দায়িত্ব-কর্তব্য, বলেছেন সব বিষয়েই। অভিষেকের প্রায় এক ঘণ্টার বক্তব্যে উঠে (এরপর ৬ পাতায়)

জলে দাঁড়িয়ে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ঘাটালে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নানারকম

6 August, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০১২
কিউরিয়োসিটি

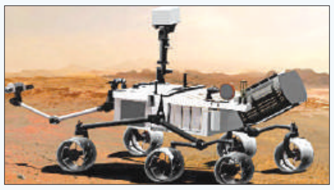

নামল লাল গ্রহ মঙ্গলের মাটিতে। নাসার এই রোবটের মতো মহাকাশ যানটি অবতরণের পর থেকেই মঙ্গল গ্রহের একটার পর একটা ছবি পাঠাতে শুরু করে

১৮৮১ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

(১৮৮১-১৯৫৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। এজন্য ১৯৪৫-এ তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯২৬
গারট্রুড এডারলি

(১৯০৫-২০০৩) এদিন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। এই মার্কিন সাঁতারু প্রথম মহিলা, যিনি এই কৃতিত্বের অধিকারী হন। সংবাদমাধ্যম তাঁর নাম দিয়েছিল 'ঢেউয়ের রানি'। এর আগে ১৯২৪-এর প্যারিস অলিম্পিকে তিনি একটা সোনা ও দুটো ব্রোঞ্জ জেতেন। এডারলির আগে সবচেয়ে কম সময়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার রেকর্ডটি ছিল ইংরেজ সাঁতারু ম্যাথিউ ওয়েবের। ৫১ বছর সেই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেনি। এদিন মাত্র ২০ বছর বয়সি এডারলি ম্যাথিউয়ের চেয়ে এক ঘণ্টা ৫৯ মিনিট কম সময়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হন।

১৯৬২
জামাইকায় ৩০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটল এদিন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কমনওয়েলথের সদস্য হল এই দেশ। আলেকজান্ডার বাস্টামান্তে এই স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

১৯৯০
সাদ্দাম হুসেনের

ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। চারদিন আগেই কুয়েত অভিযান চালিয়েছিলেন সাদ্দাম। তারই প্রতিক্রিয়ায় এই নিষেধাজ্ঞা জারি।

১৯২৫
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

(১৮৪৮-১৯২৫) তিরোধান দিবস। ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলায় নিয়মতান্ত্রিক বেদন-নিবেদনমূলক রাজনীতির একজন প্রধান-পুরোধা পুরুষ। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ রোধে তাঁর নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এজন্য তাঁর নাম হয়ে দাঁড়ায় 'সারেন্ডার-নট সুরেন্দ্রনাথ'। ১৯২৩ সালে মডারেট রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে ভোটে হেরে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। তাঁর লেখা 'আ নেশন ইন মেকিং' ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল।

১৯০৬ কার্তিক বসু

(১৯০৬-১৯৮৪) এদিন কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে জন্ম নেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে রঞ্জি জয়ী বাংলা দলের সদস্য। ক্রিকেটারের থেকেও বেশি পরিচিত কোচ হিসেবে। জীবদ্দশাতেই প্রবাদে পরিণত হয়েছিলেন এই ব্যাটসম্যান।

১৯৪৫ হিরোশিমাতে
হিরোশিমাতে এদিন মার্কিন বোমারু বিমান বি-২৯ পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটির পোশাকি নাম 'লিটল বয়'। সেই ছোট্ট ছেলের হামলায় লক্ষাধিক মানুষ নিহত হন। এই ঘটনার ন'দিনের মধ্যে জাপান মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির হার নিশ্চিত হয়।

৫ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৭০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০১২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৬২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৩৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৩৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৬২	৮৭.৩৯
ইউরো	১০২.৫৩	১০০.৯০
পাউন্ড	১১৮.১১	১১৬.২৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ নেইমার

■ সোনাক্ষী সিনহা

পার্টির কর্মসূচি

কুলপিতে গাজীপুর অঞ্চলে আমার পাড়া আমার সমাধান কর্মসূচিতে শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুপ্রিয় হালদার ও স্থানীয় শিক্ষক হাজী আব্দুর রহিম রহিম মোল্লা ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বন্দনা কর্মকার, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এলাকার মানুষের সমস্যার কথা শোনেন। মঙ্গলবার।

অসমের কোকরাঝাড় জেলার আসন্ন বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচন। যোগদান ও প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হল অসম তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন হায়দর আলি, রুকেন্দ্র নাথ ব্রহ্ম-সহ জেলা ও ব্লক পর্যায়ের নেতা ও কর্মী-সমর্থকরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৬৫

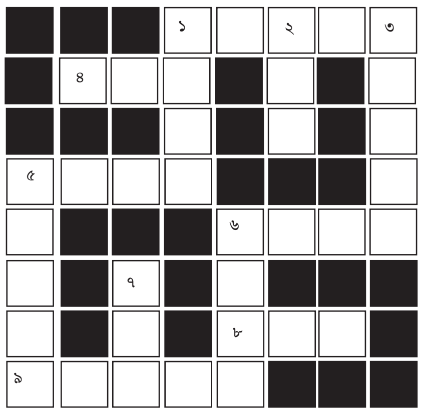

পাশাপাশি : ১. সংকীর্ণ মন ৪. উজাড়, খালি ৫. সংগীতের প্রকারভেদ ৬. গ্রামসমষ্টি, চাকলা ৮. সকালবেলা ৯. বাংলার স্বাধীন শাসক শশাঙ্ক-র রাজধানী।

উপর-নিচ : ১. বিশৃঙ্খল ২. পাইক, বরকন্দাজ ৩. যুদ্ধ করার জন্য অতিশয় ব্যগ্রতা ৫. ধবল রোগ, শ্বেতি ৬. পুরোপুরি ভরতি ৭. মৃত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৬৪ : পাশাপাশি : ১. খাটাল ৪. হরিশয়ন ৬. খাতির ৭. রাঙামাটি ৯. নিরাপদ ১২. গর্জন ১৩. সময়ান্তর ১৪. বহুড়ি। **উপর-নিচ :** ১. খাটাখাটুনি ২. লহর ৩. আশকারা ৫. নর্দমা ৮. টিপননড়ি ১০. রাক্ষস ১১. দরোয়ানি ১২. গরব।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

আরামবাগ-ঘাটালে বন্যা পরিদর্শন ● কামারপুকুর-বীরসিংহ-কেশপুরে মুখ্যমন্ত্রী

দুর্গতদের নিজের হাতে খাবার পরিবেশনে দিদি

প্রতিবেদন : খালি পা। হাতে হাতা। কখনও পরিবেশন করলেন গরম ভাত, কখনও ডিমের ঝোল। আরামবাগে বন্যার্তদের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী যেন পাশের বাড়ির দিদি। আপ্লুত গ্রামবাসীরা। আওয়াজ তুললেন, জয় বাংলা। মঙ্গলবার হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ডিভিসির ছাড়া জলে জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী। কামারপুকুরে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ত্রাণ শিবিরে ঢুকে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বললেন, আশ্বস্ত করলেন, তারপর তাঁদের খাবার পরিবেশন করলেন। কেউ কেউ সমস্যার কথা বললেন। মন দিয়ে শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত বর্ষায় অতিবৃষ্টি এবং না জানিয়ে ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত এলাকার একটি অংশ। দুর্গতদের পাশে রয়েছে সরকার, আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি মুখ্যমন্ত্রীকে

প্রতিবেদন : আরামবাগ থেকে ঘাটাল যাওয়ার পথে বীরসিংহ গ্রামে যান মুখ্যমন্ত্রী। রাস্তাতেই প্রচুর মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁকে দেখতে চান, একটু কথা বলতে চান। স্কুলের পোশাক পরে অপেক্ষা করছিল পড়ুয়ারা। মুখ্যমন্ত্রী তাদের দেখে রাস্তায় নেমে পড়েন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা হয়। আপ্লুত গ্রামবাসীরা তাঁকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি উপহার দেন। খুশি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সেটি নিয়েই ঘাটালের পথে রওনা হন।

জয়রামবাটি-কামারপুকুর উন্নয়নে বোর্ড মুখ্যমন্ত্রীর, দিলেন ১০ কোটি

প্রতিবেদন : জয়রামবাটি-কামারপুকুর এলাকার উন্নয়নে বোর্ড গঠন করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে উন্নয়নখাতে বরাদ্দ করলেন ১০ কোটি টাকা। মঙ্গলবার হুগলির প্লাবন-পরিদর্শনের পর কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে যান। সেখানে একটি অতিথি নিবাস ও পার্কিং লটের উদ্বোধন করেন। তারপর অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এলাকার উন্নয়নে কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজকে মাথায় রেখে বোর্ড গঠন করে দেন। সঙ্গে থাকবেন মুখ্যসচিব। বোর্ডের সদস্য বেছে নেবেন মিশনের স্বামীজিই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জয়রামবাটি-কামারপুকুর এলাকার আরও উন্নয়ন দরকার। একটা তোরণ সবার আগে হওয়া উচিত। যে প্রোজেক্ট আছে, তাতে পৌনে ৬ কোটি টাকা খরচ হবে। বাকি যে কাজগুলো থাকবে তার জন্য মোট ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি। যাতে ওদের কাজ ওরা ওদের মতো করে করতে পারে।

এসআইআর-এর নামে এনআরসির প্ল্যান!

কেন্দ্র ও অসমকে একযোগে খোঁচা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : এসআইআর-এর নামে এনআরসির প্ল্যান করছে কেন্দ্র! অসম তো বাংলার বাসিন্দাদের এনআরসির নোটিশ পাঠিয়েই চলেছে। একটা ভিনরাজ্যের সরকার কীভাবে এনআরসি নোটিশ পাঠাতে পারে! মঙ্গলবার ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর কেন্দ্র ও অসম সরকারকে একযোগে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও গর্জে ওঠেন তিনি। অসমের তুলনা দিয়ে বলেন, অসম টাকা পায়। কিন্তু বাংলা বঞ্চিত। বাংলা যেন সৎ সন্তান। বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে বাংলার সঙ্গে। একথা ট্যুইট করে বলেছি, তাই আমাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে গ্রেফতার করা হতে পারে। গ্রেফতার করলে করুক, যা ইচ্ছে করলে আমি বলবই। তৃণমূলনেত্রী এদিন পরামর্শ দেন, ভোটার লিস্টে সবাই যেন নাম তোলেন। কেউ নাম তুলতে ভুলবেন না। ওরা নাম বাদ দিতে চাইছে। তাই নাম না তুললে ওরা ফাঁদে ফেলবে। আমি পরিষ্কার বলছি, ন্যায্য নাম বাদ দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া মানব না। এটা একটা গেমপ্ল্যান। নির্বাচন কমিশনকে সঙ্গে নিয়ে ডবল ইঞ্জিন সরকার যা ইচ্ছা তাই করেছে। মানব না এসব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কর্মসূচি

আগামী দু'মাস তৃণমূল কংগ্রেস কোন পথে চলবে তার নির্দেশিকা দিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দলের সাংগঠনিক বৈঠক থেকে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির চারটি বিষয়ে জোর দিতে বলেছেন। এক. কেন নজিরবিহীন কর্মসূচি তার তাৎপর্য বুঝিয়ে বলা, দুই. কেন্দ্রের বঞ্চনা ও বৈষম্য সত্ত্বেও স্বনির্ভর বাংলায় উন্নয়ন, তিন. বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের বিরোধিতা এবং চার. জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকায় কারচুপির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। অভিষেক জানিয়েছেন, আগামী দু'মাস ৮০ হাজার বুথে অন্তত দুটি করে সভা করতে হবে। বড় বৈঠকের দরকার নেই। ২৫-৩০ জনকে নিয়ে ছোট বৈঠক করুন। প্রয়োজনে খালি গলায় বলুন। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে তুলে ধরুন। অন্যদিকে বিজেপির বৈষম্য ও জাতপাতের কথা বলুন। দলের সাংসদ ও বিধায়করা সুযোগ পেলেই এই ক্যাম্পগুলিতে থাকবেন। বিজেপি হুমকি দিয়েছে কোটি কোটি ভোটারের নাম নাকি বাদ দেবে। অভিষেকের স্পষ্ট কথা, একজনও ন্যায্য ভোটারকে বাদ দিয়ে দেখুক বিজেপি। বাংলায় কী ধরনের আন্দোলন হয় বুঝে যাবে। নজর রাখতে হবে বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভেরিফিকেশন করবে, তার উপরও নজর রাখতে হবে। কোনও পক্ষপাতিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। যদি এমন হয় তাহলে অভিযোগ জানানোর যথার্থ জায়গাও অভিষেক জানিয়ে দেন। এবং সবশেষে দলীয় কর্মীদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, যেখানেই বিজেপিকে দেখবেন সেখানেই বলবেন জয় বাংলা।

e-mail থেকে চিঠি

হোমিওপ্যাথি উপেক্ষিত কেন, মোদি সরকার জবাব দাও

বিকল্প চিকিৎসার পাঁচ প্যাথি নিয়ে শুরু হয়েছিল আয়ুষ। আয়ুর্বেদ, যোগ এবং ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথি। কিন্তু মোদি জমানায় আয়ুষ বলতে সরকার বুঝছে শুধুমাত্র আয়ুর্বেদ ও যোগকে। বাকি প্যাথিগুলি রীতিমতো অবহেলিত। ভারত ছাড়িয়ে বিদেশেও আয়ুষের প্রসারে ১৫টি মউ সাক্ষর করেছে কেন্দ্র। আশ্চর্যজনকভাবে তার মধ্যে ১০টিই হয়েছে আয়ুর্বেদ নিয়ে। হোমিওপ্যাথির ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে মাত্র একটির। আর ইউনানি পেয়েছে একটি। অর্থাৎ, মোদি জমানায় আয়ুষ মানে কি শুধুই আয়ুর্বেদ। দেশ জুড়ে প্রায় ৩০০টি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ আছে। তার মধ্যে সরকারি কলেজের সংখ্যা মাত্র ১০ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশে ১০টি সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে তিনটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অসমে তিনটি সরকারি কলেজ মিশিয়ে একটি করা হয়েছে। বাংলায় মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের আসন কমেছে। হোমিওপ্যাথির প্রতি রোগীর আগ্রহ বাড়ছে। অথচ যতদিন যাচ্ছে কেন্দ্রের আগ্রহ কমছে। — **ডাঃ দীপক ভোস, বেলেঘাটা, কলকাতা ১০**

জয় বাংলা

অমিত শাহের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন দিল্লি পুলিসের বদান্যতায় জানা গেল, 'বাংলাদেশি ল্যাঙ্গুয়েজ' বলে একটি 'ভাষা' আছে। কিছুকাল যাবৎ দিল্লি-সহ মূলত বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে প্রামাণ্য নথি থাকা সত্ত্বেও বাংলাভাষী ভারতীয় (মূলত পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা)-দের 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে যে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে, বাংলাকে 'বাংলাদেশি ভাষা'র আখ্যা সেই পথে নবতম সংযোজন। বাঙালির মতো এই 'বাংলা'কেও কৌশলে মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। একটি ধ্রুপদী ভাষাকে করা হচ্ছে অপমান। বিশ্বের কমবেশি ২৫ কোটি মানুষ এই ভাষাতে কথা বলেন। যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন জাতীয় স্তোত্র, তার এমন অবমাননা, অসম্মান দেখেও কিছু বিজেপি নেতা 'বেশ করেছে' এমন আচরণ প্রকাশ করেছেন। তাতেই বোঝা যায়, এরা আসলে বাংলা ও বাঙালি বিরোধী। মুখেই শুধু ভোটের স্বার্থে বাঙালি অস্মিতার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি! — **মৃণাল ধর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

অমিত মূর্খের অমেয় পণ্ডিতি
বিজেপি বাংলা থেকে দূর হটো

ব-এ বাংলা, ব-এ বিদ্বেষ, ব-এ বিজেপি। অমিত-শমীক-মূর্খ-ম্যালব্য-ভটচাজরা মানুন আর না-মানুন, ইহাই সত্য, ইহাই বাস্তব। লিখছেন **দেবু পণ্ডিত**

বিজেপি জানিয়ে দিয়েছে, 'বাংলা' নামে কোনও ভাষাই নেই। দিল্লি পুলিশের 'বাংলাদেশি ভাষা' মন্তব্যকে 'মূর্খের মতো' সমর্থন করল বিজেপি। আইটি সেলের প্রধান তথা দলীয় মুখপাত্র অমিত মালব্য সাফ জানিয়েছেন, দিল্লি পুলিশের 'বাংলাদেশি ভাষা' মন্তব্য সঠিক। বাংলা নামক কোনও ভাষাই নেই! বাঙালি নামক জাতি রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশি ভাষা হিসেবে যাকে বলা হয়ে থাকে, সেটি একঝাঁক ফ্যাক্টরের উপর নির্ভরশীল। উচ্চারণ, ধ্বনি, বাক্যরীতি ইত্যাদি।

দিল্লির লোদি কলোনি থানায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে অভিযোগ দায়ের হয়েছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। তাদের কাছে পাওয়া নথিতে বাংলা ভাষায় কিছু লেখা রয়েছে। সেটা দেখেই দিল্লি পুলিশ মনে করেছে, এই ভাষা 'বাংলাদেশি'। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিল্লির দফতরে থানা থেকে চিঠি পাঠিয়ে বলা হয়েছে, এই ভাষা উদ্ধার করতে অনুবাদক প্রয়োজন। আপনারা একজন অনুবাদক দিন। একদিকে 'বাংলা বললেই বাংলাদেশি' ইস্যুতে হেনস্থার রাজনীতি। তার উপর এমন মন্তব্য। এরপর ক্ষোভের বিস্ফোরণ স্বাভাবিক।

অমিত মালব্যের বক্তব্য, আনন্দমঠ বাংলায় লেখা। কিন্তু বন্দে মাতরম সংস্কৃত ভাষায়। আবার, জনগণমন ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা মন্ত্র হিসেবে সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলায় লেখা। অর্থাৎ, অমিত মালব্যের প্রীতি পক্ষপাত সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলার প্রতি। অথচ, স্বামী বিবেকানন্দ ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০-তে লেখা একটি পত্রে লিখছেন, 'কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি সংস্কৃত ভাষা রয়েছে তা প্রশ্ন নয়— তোমাকে দেখতে হবে কোন ভাষা জয়ী হচ্ছে। যখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে কলকাতার ভাষা শীঘ্রই সমগ্র বাংলার ভাষা হয়ে উঠবে, তখন যদি লিখিত এবং কথ্য ভাষাকে একই করতে হয়, তাহলে অবশ্যই, যদি কেউ যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়, তাহলে অবশ্যই কলকাতার ভাষাকে তার ভিত্তি করে তুলবে।' সেই সঙ্গে এটাও জানাচ্ছেন, 'আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতর সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোক-হিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? ... স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই— তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে— যেন সাফ্, ইস্পাৎ, মুচ্ ড়ে মুচ্ ড়ে যা ইচ্ছে কর— আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল— ঐ এক-চাল— নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে।'

অর্থাৎ, অমিত মালব্য বাংলার উপভাষাগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন। বিবেকানন্দ কলকাতার বাংলাকে গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন, কিন্তু 'চট্টগ্রাম হ'তে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত' যে উপভাষাগুলো রয়েছে, তাদের অস্তিত্ব নস্যাৎ করে দেননি। এবং একই সঙ্গে অমিত ম্যালব্যের পছন্দের সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা অনুমোদন করেননি।

বিজেপির কেউ কেউ (পড়ুন শমীক ভট্টাচার্য) আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগকে

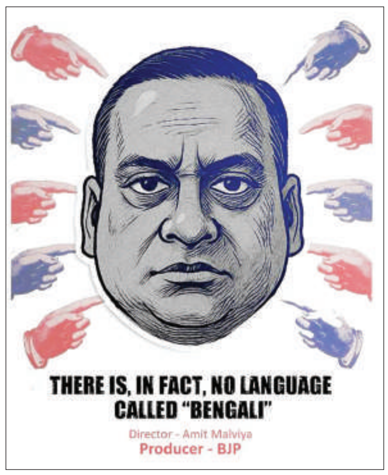

ঢাল করে বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষার তকমা দিতে চাইছে, তাঁদের উদ্দেশ্যে স্বামীজির একটি কথা আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলছেন, 'দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আস্ বে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্ত্তি দেখ্ লেই ভক্তি হবে, গহনা পরা মেয়েমাত্রই দেবী ব'লে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্ মগ্ ক্'বে।"

অর্থাৎ, সিলেটের ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রাম, বরিশাল বা ঢাকার ভাষারও মিল নেই, সত্যি। একইভাবে কলকাতায় প্রচলিত কৃষ্ণনাগরিক উচ্চারণের বাংলার থেকে বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার ভাষা আলাদা। কিন্তু এগুলি সবই উপভাষা অথবা ডায়ালেক্ট। সব ক'টি ভাষারই 'মা' হল বাংলা।

অনুরূপভাবে, হিন্দিও বিভিন্ন ডায়ালেক্টে পরিপূর্ণ। ভোজপুরি, মৈথিলি, বুন্দেলখন্ডি, পাঞ্চালী, মাগধীর মতো ডায়ালেক্টের সঙ্গে বর্তমানে সরকারিভাবে প্রচলিত হিন্দির ফারাক বিস্তর। তাই বলে কি হিন্দি বলে কোনও ভাষা নেই বলা হবে?

এই আবহে যেটা পরিষ্কার হয়ে গেল, সেটা হল বাংলা ও বাঙালির প্রতি বিজেপির মনোভাব। ব-এ বাংলা, ব-এ বিদ্বেষ, ব-এ বিজেপি। এক সুতোয় গাঁথা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক, ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা কেবল ধর্ম-বিষয়ক নয়, ভাষাগতও বটে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে ভারতে নির্দিষ্ট কোনও ধর্মের অথবা বিশেষ কোনও ভাষায় পক্ষে বা বিপক্ষে কোনওপ্রকার প্রীতি পক্ষপাত নেই। তা বলে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটির সংবিধানে প্রবেশ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হিসেবে। লক্ষ্য, ধর্মীয় বা ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যথাসময়ে যথাবিহিত পদক্ষেপ করতে পারে, সে ব্যবস্থা করা।

এ জন্যই ভারতের যেমন কোনও রাষ্ট্রধর্ম নেই, তেমনই ভারতের কোনও রাষ্ট্রভাষাও নেই। দেশের ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষার্থে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে ২২টি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতে যেহেতু আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা যুক্তরাষ্ট্রীয় এককেন্দ্রিকতা বিদ্যমান, অর্থাৎ ভারতবর্ষ নামক দেশটি যেহেতু রাজ্যসমূহের সংঘ (Union) বিশেষ, সেহেতু সংবিধানের ৩৪৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, দেশের সরকারি ভাষা (লক্ষণীয় 'রাষ্ট্রভাষা' নয়) হিন্দি এবং দেবনাগরী হরফে লেখা হিন্দি। পাশাপাশি রাজ্যস্তরে রাজ্যগুলি নিজ নিজ রাজ্যের সরকারি ভাষা কী হবে তা ঠিক করতে পারে। সে স্বাধীনতা তাদের আছে। ভারতে যেহেতু সাংস্কৃতিক সংহতি বিদ্যমান এবং কোনও রাজ্যই সেই সংহতি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে পারে না, সেহেতু এই ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান। লক্ষ্য একটাই। স্রেফ ভাষা কিংবা সংস্কৃতির কথা বলে কোনও রাজ্য যাতে ভারতের রাজ্য সংঘ থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।

সংবিধানের ২৯ নং ধারায় বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন-সহ প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা, হরফ কিংবা সংস্কৃতি রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার আছে। এবং ভাষার কারণে কোনওরকম বৈষম্য ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি পায়নি। ২০১১-র জনগণনা অনুসারে, ভারতে ১২১টি ভাষা বর্তমান। ভারতীয়দের মাতৃভাষা ২৭০ প্রকার। প্রায় ৯০.৭১ শতাংশ ভারতীয়ের মাতৃভাষা অষ্টম তফশীলভুক্ত ২২টি ভাষার একটি। ২০১১-র জনগণনার প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে উল্লিখিত ১২১টি ভাষা দু'প্রকার। অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত ২২টি ভাষা যেমন এখানে আছে, তেমনই তফসিল বহির্ভূত ৯৯টি ভাষাও এদেশে বিরাজমান।

কথাগুলো বিজেপি জানলে ও মানলে ভারতের পক্ষে মঙ্গল, বিজেপির পক্ষেও।

আরামবাগ-ঘাটালে বন্যা পরিদর্শন ● কামারপুকুর-বীরসিংহ-কেশপুরে মুখ্যমন্ত্রী

রং বদলে অত্যাচার বিজেপির, কেশপুর হবে ওদের শেষপুর

প্রতিবেদন : কেশপুরে অত্যাচার চলত সিপিএমের। এই কেশপুরই সিপিএমের শেষপুর হয়েছিল। এখন রং বদলে বিজেপি সেই অত্যাচারী সিপিএমের স্থান নিয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে করেছে তাদের দোসর। এই কেশপুরই হবে বিজেপির শেষপুর। ঝাড়গ্রাম যাওয়ার পথে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সতর্কবার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনতার উদ্দেশে বললেন, নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে ভোটার তালিকায় নাম তুলুন। সংশোধনী নিয়ে সতর্ক হোন।

এদিন বিপুল জনসমাগম দেখে কেশপুরের মোড়ে গাড়ি থামান মুখ্যমন্ত্রী। রোগী নিয়ে একটি অ্যাম্বুল্যান্সও আটকে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী চটজলদি পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেন সেই অ্যাম্বুল্যান্সকে পথ করে দিতে। তারপর বলেন কেশপুরের জামশেদ ভবনের কথা। সেদিনের সিপিএমই এখন বিজেপি হয়েছে। সেদিন বলেছিলাম সিপিএমের শেষপুর হবে কেশপুর। আজ বলে যাচ্ছি, বিজেপির শেষপুর এই কেশপুর। এদিন পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে না যাওয়ার অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পোর্টালে আবেদন করুন। রাজ্যেই কাজের সুযোগ রয়েছে, কর্মশ্রী আছে। বাংলায় থাকুন। মুম্বই-দিল্লি গিয়ে বিজেপির হাতে অত্যাচারিত হওয়ার দরকার নেই।

কামারপুকুরের পাপড়ভাজা আর ঝালমুড়িতে নস্টালজিক মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন: কামারপুকুরের পাপড়ভাজার সঙ্গে ঝালমুড়ির স্বাদ আজও মুখে লেগে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি নস্টালজিক কামারপুকুরের সাদা বোঁদে নিয়েও। মঙ্গলবার কামারপুকুর থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মহারাজরা আজও আমাকে মুড়ি পাপড়ভাজা পাঠান। আমি শুধু বলেছি ঝাল ছাড়া পাঠাতে। মাথায় আঘাত লাগার পর থেকে আর ঝাল খেতে পারি না।

এরপরেই তিনি একহাত নেন সিপিএমকে। বাম আমলে ওই এলাকা জলে ডুবে থাকলেও তৎকালীন সরকার উদাসীন থাকত। তখন আমি রেলমন্ত্রী। খবর পেয়েই এসেছিলাম। এখানে গলা জলে ডুবে বসে আছে মানুষ। খবর পেলাম কামারপুকুর আশ্রম থেকে তাদের খাবার দেওয়া হচ্ছে। তাদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সেদিনের কথা অনেকে ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি। পুরশুড়া, গোপীনাথপুর, কামারপুকুর, খানাকুল, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ায় ত্রাণ পাঠানো হয়েছে।

জল আটকে দেব

(প্রথম পাতার পর)
তিনি বলেন, আমরা দেড় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দে মাস্টার প্ল্যান হাতে নিয়েছি। এই বছরের বাজেটেই ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এবার অনেক বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। একদিকে ডিভিসি, অন্যদিকে মাইথন, পাঞ্চেত— এবার ১১ গুণ বেশি জল ছেড়েছে। ফলে প্লাবিত হচ্ছে এলাকা। ঘাটাল পুরসভা এলাকায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে দু'টি পাম্প হাউসের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার করা হয়েছে। বর্ষার পরেই কাজ শুরু হবে। একাধিক নদীতে ড্রেজিং হবে। শিলাবতী নদীর বাম পাড়ে ৩.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ গার্ডওয়াল নির্মাণ হবে। সেজন্য মানুষকে উচ্ছেদ না করে বিকল্প পথে জমি চাই। ৮৪টি নতুন কাজের জন্য মাটি পরীক্ষা-সহ একাধিক কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেসব কৃষকের জমি ডুবে গিয়েছে, ফসল নষ্ট হয়েছে তাঁদের জন্য শস্যবিমা স্কিম রয়েছে। জল কমলেই সার্ভে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, কেন্দ্র নদীভাঙন রোধে টাকা দেয় না। ১০০ দিনের কাজের টাকাও রাজ্যকে দিতে হয়। গ্রামীণ রাস্তাও করতে হয় রাজ্যকে। এ বছর ৫১ হাজার লক্ষ কিউবিক মিটার জল ছেড়েছে। ২০ বছর ড্রেজিং করেনি।

ভারতীয় সংস্কৃতি

(প্রথম পাতার পর)
সমাজ সংস্কারে নবজাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন, নেতাজি দিয়েছিলেন 'জয় হিন্দ' মন্ত্র। এঁরা সবাই বাঙালি, বাংলা এঁদের মাতৃভাষা। আর আপনারা সেই বাংলা ভাষাকেই কুৎসা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রথমে কথামৃত, তরুণের স্বপ্ন লেখা হয়েছে বাংলাতেই। পরে অনেক বই ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল, আমি একদিনের মধ্যে খবর পেয়ে তাদের ট্রাস্টিকে হস্তান্তর করেছিলাম। সিস্টার নিবেদিতার বাড়িও অধিগ্রহণ করে ট্রাস্টিকে দিয়ে দিয়েছি। এঁরা আমাদের প্রাণপুরুষ, এঁরা না থাকলে জগৎ সংসার চলে না। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, ইতিহাস মাথায় রেখে, তাকে সম্মান জানিয়ে তবেই জীবন গড়ুন। স্বামীজি নৈতিক চরিত্র গঠনের কথা বলতেন, এর থেকে বড় কিছু হতে পারে না। এখন ধর্ম, মানবিকতা, সম্প্রীতি, সৌজন্য, ভদ্রতাকে রক্ষা করার পালা।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বনগাঁ পুরসভায় 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'। উপস্থিত পুরপ্রধান গোপাল শেঠ

অভিষেকের নির্দেশিকা একনজরে

১. আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি প্রকল্পে সব সাংসদ (সময়-সুযোগমতো)-বিধায়ককে অংশ নিতে হবে।

২. আগামী ২ মাসে ৮০ হাজার বুথে পথসভা (দুটি করে)

৩. আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির পাশাপাশি অঞ্চল সভাপতিরা সকলকে নিয়ে ছোট ছোট পথসভা করবেন। প্রয়োজনে চৌকিতে সভা করুন।

৪. আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির কথা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলুন। মাইকে প্রচার করুন। মানুষের সাজেশন চান। মতামত নিন।

৫. প্রতিটি বুথে নিবিড় জনসংযোগ করে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন (ভোটার তালিকা) করতে হবে।

৬. বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করবেন। নজর রাখতে হবে।

৭. কোথাও যদি মনে হয় বিএলও একটু কোনও রাজনৈতিক দলের কথা শুনে চলছেন, পক্ষপাতিত্ব করছেন, বাড়ি বাড়ি না গিয়ে তালিকা তৈরি করছেন, সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ জানাতে হবে।

৮. যেসব বুথে ২০২১ ও ২০২৪-এ একশোর বেশি ভোটে দল হেরেছে, পরপর হারছে, সেখানে বুথ সভাপতি বদল হবে। একই কথা প্রযোজ্য অঞ্চল সভাপতির ক্ষেত্রেও।

৯. বাংলা ভাষা ও বাঙালি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে।

১০. উত্তরবঙ্গের মানুষকে বোঝান, আপনারাই তো ভোট দিয়ে বিজেপিকে জিতিয়েছেন। এখন অসম থেকে এনআরসি নোটিশ পাঠাচ্ছে। পাশে থাকে তৃণমূল কংগ্রেসই।

১১. মানুষকে বোঝান কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ। ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা বাংলার বকেয়া রয়েছে।

১২. আমার কাজ আপনার কাজে কোনও তফাত নেই। আমরা সবাই দিদির সৈনিক। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করাই আমাদের কাজ।

১৩. দলের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। আমি-তুমির রাজনীতি চলবে না। সকলকে নিয়ে চলতে হবে।

১৪. অঞ্চল সভাপতি-পঞ্চায়েত প্রধান-বুথ সভাপতি, বিধায়ক নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করুন।

দলনেত্রীর নির্দেশ, কর্মসূচি স্মরণ করালেন সুব্রত বক্সি

■ ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সি। মঙ্গলবার।

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বক্তব্য রাখার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন দলে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। তিনি সকলকে মনে করিয়ে দেন, একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন, যে কর্মসূচি দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। দলের সবক'টি শাখা সংগঠন সেই কর্মসূচি পালন করবে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে কলকাতার মেয়র রোডে গান্ধীমূর্তি পাদদেশে ধরনা-অবস্থান কর্মসূচি হয়ে গিয়েছে। আগামী শনি, রবিবার দলের যুব সংগঠনের কর্মসূচি রয়েছে। এভাবেই প্রতি শনি, রবিবার নেত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এই কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়াও, এনআরসি, এসআইআর, বাংলা ভাষা ও বাঙালিবিদ্বেষ, কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে। ভোটার তালিকায় কারচুপির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে দলকে লড়াই করতে হবে। বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের প্রতি ভিন রাজ্যে যে অত্যাচার হচ্ছে, লাগাতারভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। আরও বেশি করে মানুষের কাছে যেতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের তুঘলকি আচরণ। বিজেপির জনবিরোধী নীতি এবং বাংলার প্রতি বঞ্চনার কথা আরও বেশি করে বলতে হবে। সুব্রত বক্সির সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর বক্তব্য রাখেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

একজন বৈধ ভোটারের নামও বাদ দিয়ে দেখাক

অভিষেকের চ্যালেঞ্জ

প্রতিবেদন : বিজেপি হুমকি দিয়েছে এসআইআর করে বাংলার ১ কোটি লোকের নাম বাদ দেবে। সাহস থাকলে একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দেখাক। মঙ্গলবার মেগা ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেকের বার্তা, বিজেপি নেতাদের দেখলেই জয়বাংলা স্লোগান দিন। বিহারে এসআইআরে ৬৫ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকায় বাদ গিয়েছে। কুকুর, ট্রাক্টরের নাম ভোটার লিস্টে উঠছে। বাংলাতেও এসআইআর হবে বলে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বিজেপি। বাংলায় হেরে ভোটার তালিকা থেকে মানুষের নাম বাদ দিতে কমিশনকে কাজে লাগাচ্ছে। এই ঘটনায় সুর চড়িয়ে অভিষেক বলেন, বিজেপি নেতারা বলছে ১ কোটি নাম বাদ যাবে। আমি বলছি ১ জনের বাদ দিয়ে দেখাক। তারপর কত বড় বিজেপি নেতা আছে, বাংলায় পা দিয়ে দেখাক। এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। বাংলায় একের পর এক এনআরসি নোটিশ পাঠাচ্ছে। তাঁর বার্তা, তৃণমূল নেতৃত্বকে আরও বেশি করে মানুষের পাশে থাকতে হবে। বিজেপির বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে। উত্তরবঙ্গের নেতৃত্বকে বিশেষ সজাগ থাকতে হবে। মানুষকে বোঝান, অসম থেকে নোটিশ দিয়ে ভিটেছাড়া করছে বিজেপি। পাশে আছে তৃণমূল।

পুলিশদের পুরস্কার মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন: রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব যাঁরা কান্ডারি হিসেবে সামলান এবার তাঁদের পুরস্কৃত করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতা দিবসের দিন রাজ্যের একাধিক পুলিশ অফিসারকে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করবেন মুখ্যমন্ত্রী। 'চিফ মিনিস্টার্স পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস' এবং 'চিফ মিনিস্টার্স পুলিশ মেডেল ফর কমান্ডেবল সার্ভিস' এই দুই বিভাগে পুরস্কৃত হবেন পুলিশরা। রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। 'চিফ মিনিস্টার্স পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস' তালিকায় রয়েছেন চার আইপিএস। দু'জন পাবেন 'চিফ মিনিস্টার্স পুলিশ মেডেল ফর কমান্ডেবল সার্ভিস' পুরস্কার।

আমি-তুমি নয়, ঐক্যবদ্ধ

(প্রথম পাতার পর)

এসেছে একাধিক প্রসঙ্গ। এদিন তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পারফরম্যান্সই হবে শেষ কথা। কারও হাত-পা ধরে এদিক-ওদিক করে টিকে থাকা যাবে না। তাঁর সংযোজন, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, নেতা-কর্মীদের সম্পর্কে দলের কাছে সব তথ্যই আছে। অভিষেকের নির্দেশ, ২০২১ এবং ২০২৪ সালে যেসব বুথে একশোর বেশি ভোটে দল হেরেছে, সেখানে বুথ সভাপতি পরিবর্তন হবে। পরপর ভোটে হেরেই যদি যাবে তবে সেখানে সে কেন দায়িত্বে থাকবে! একই কথা প্রযোজ্য অঞ্চল সভাপতির জন্যও। অভিষেক স্পষ্ট জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত প্রধান-অঞ্চল সভাপতি নিজেরা আলোচনা করে, কথা বলে কাজ করবেন। ব্লক সভাপতি-বিধায়করা নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেশন রেখে কাজ করবেন। মনে রাখতে হবে দলের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। আমরা সকলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করাই আমাদের কাজ। আমার কাজে আর আপনাদের কাজে কোনও পার্থক্য নেই। বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে। তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দলের পতাকাবাহক হল অঞ্চল সভাপতি। তার কথা শুনতে হবে, সেই মতো চলতেও হবে। পঞ্চায়েত প্রধানরা এক হয়ে কাজ করতে হবে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, জেলাভিত্তিক রিভিউ বৈঠক শুরু করেছি। ব্লক এবং টাউনের বিভিন্ন পরিবর্তন-পরিমার্জন নিয়ে আলোচনা চলছে। আগামী একমাস এটা চলবে। তাঁর স্পষ্ট কথা, যেখানে পরিবর্তনের দরকার, পরিবর্তন করা হবে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। কিন্তু যেখানে জেলা সভাপতি কিংবা অঞ্চল সভাপতি বা বাকিরা সকলে মনে করবেন যে যে বুথে দল হেরেছে সেই বুথ আগামী দিনে লড়াই করে রিকভারি করা সম্ভব, সেখানে বুথ সভাপতি বা দায়িত্বপ্রাপ্তদের পরিবর্তন না করলেও চলবে। প্রতিটি বুথেই নিবিড় জনসংযোগ করে কাজ করতে হবে। বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে এনআরসি এবং অন্যান্য কাজ করানোর চেষ্টা করছে। মানুষের কাছে গিয়ে এগুলো তুলে ধরতে হবে। টানা মিটিং-মিছিল চালিয়ে যেতে হবে। এনআরসি-ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে লাগাতার প্রচার চালাতে হবে। বিজেপির কুৎসিত কাজগুলো আরও বেশি করে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। অভিষেক বলেন, বিজেপির অস্ত্র ধর্ম, আমাদের অস্ত্র-কর্ম। বিজেপির অস্ত্র জাত, আমাদের অস্ত্র ভাত।

দু'মাসে বুথভিত্তিক ঝড়

(প্রথম পাতার পর)

লাগিয়ে ভোটার তালিকায় কারচুপির অপচেষ্টা। এনিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি কর্মসূচিও জানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর নির্দেশ, আগামী দু'মাসে ৮০ হাজার বুথে অন্তত দুটি করে পথসভা করতে হবে। অঞ্চল সভাপতিদের জন্য তাঁর নির্দেশ, বড় মিটিং করার দরকার নেই। ছোট ছোট বৈঠক করুন। ২৫-৩০ জনকে নিয়ে করুন। প্রয়োজনের চৌকির উপর দাঁড়িয়ে খালি গলায় বলুন। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোকে তুলে ধরুন। বিজেপির বৈষম্য, জাতপাতের রাজনীতিকে তুলে ধরুন। এদিন প্রায় ন'হাজারের বেশি দলীয় সতীর্থের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে একাধিক কর্মসূচি ও নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, সাংসদরা যখন সময় পাবেন তাঁরা অবশ্যই ক্যাম্পগুলিতে হাজির হবেন। বিধায়করা ক্যাম্পগুলিতে থাকবেন। মানুষের কথা শুনবেন। বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এরা বলছে এক কোটি মানুষের নাম বাদ দেবে। আমি বলছি, একজনেরও নাম যদি বাদ দেয়, বাংলায় পা রাখতে দেব না। কত বড় বিজেপি নেতা বুঝে নেব। তাঁর নির্দেশ, বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা ফিজিক্যালি ভেরিফিকেশন করবেন। নজর রাখতে হবে। তাঁরা যদি অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষপাতিত্ব করেন, তাদের কথা শুনে চলেন, বাড়ি বাড়ি না গিয়েই তালিকা তৈরি করেন, সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ জানাতে হবে। সেটা আমার অফিসেও জানাতে পারেন আবার রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির অফিসেও জানাতে পারেন। ৩১ অগাস্টের মধ্যে এদের নামধাম জানাতে হবে। মনে রাখতে হবে এদের মধ্যে অনেকেই সিপিএম। এরা মনে প্রাণে চায়নি তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসুক। দলের তরফে পুরোটা নজরে রাখতে হবে। স্পষ্ট নির্দেশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর সংযোজন, বিজেপির ৭০ জন বিধায়ক। তাতেই বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের অত্যাচার করছে। এরা ক্ষমতায় এলে তো বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না। এদের জামানত জব্দ করতে হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট নির্দেশ, বিজেপি নেতাদের দেখলেই জয় বাংলা বলুন। পশ্চিমবঙ্গ জিন্দাবাদ বলুন। বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ বলুন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কথায়, সংসদের বাইরে ও ভিতরে লড়াই চলছে, চলবে। বিজেপিকে এক ছটাক জমি ছাড়ব না। তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। আমরা নিশ্চিতভাবে সত্তর থেকে চল্লিশে নামিয়ে আনতে পারব বিজেপির আসন সংখ্যা। এই বিজেপি কেন বাংলা বিরোধী? কেন ওদের জমিদার বলি? এই বিজেপি বাংলাকে চায় না, বাঙালিকে চায় না। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বেছে বেছে বাঙালি শ্রমিকদের অত্যাচার করছে। আমাদের নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন, তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন। এই আন্দোলন বাংলা জুড়ে চালিয়ে যেতে হবে। দলের উত্তরবঙ্গের নেতাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, উত্তরের মানুষদের বোঝান, আপনারা ভোট দিয়ে বিজেপিকে জিতিয়েছেন। এখন আপনাদেরই এনআরসি নোটিশ পাঠাচ্ছে অসম থেকে। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ আপনাদের পাশে থাকে না, থাকবেও না। মা-মাটি-মানুষের সরকার দিয়েছে। বিজেপি নিয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে বৃষ্টিভেজা শহরে

জুলাইয়ে রেকর্ড জিএসটি আদায়ে খুশি মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : এগোচ্ছে রাজ্যের অর্থনীতি। তারই প্রমাণ দিল জিএসটি আদায়ের সর্বশেষ পরিসংখ্যান। জুলাই মাসে লাফিয়ে বাড়ল জিএসটি আদায়ের অঙ্ক। সারা দেশকে ছাপিয়ে এ-রাজ্যে জুলাই মাসে মোট জিএসটি সংগ্রহ হয়েছে ৫,৮৯৫ কোটি টাকা। যা গত বছরের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে বলেন, এই তথ্য রাজ্যের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং বাজারের স্থিতিশীলতা প্রতিফলিত করছে। চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের মোট জিএসটি সংগ্রহ হয়েছে ১৫,৫৩১ কোটি টাকা। এই সময়কালে বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৭১ শতাংশ। এই সময় দেশে জিএসটি আদায়ের গড় বৃদ্ধি হয়েছে ৭ শতাংশ। জুলাই মাসে সারা দেশে মোট জিএসটি আদায় হয়েছে

১,৯৬,৭৬৭ কোটি টাকা, যেখানে অভ্যন্তরীণ লেনদেন থেকে এসেছে ১৪৫ কোটি এবং আমদানি থেকে এসেছে ৫২,২৭১ কোটি টাকা। গত বছর জুলাইয়ের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বেড়েছে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ এবং আমদানির উপর ভিত্তি করে সংগ্রহ বেড়েছে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। আর্থিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সারা দেশের থেকে বাংলার এই বৃদ্ধি রাজস্ব পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং বাণিজ্য পরিসরে বিস্তার স্পষ্ট করছে। করকাঠামো আরও শক্তিশালী হলে রাজ্যের আর্থিক স্বনির্ভরতাও বৃদ্ধি পাবে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এটি বাংলার আর্থিক সংস্কার এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরির সাফল্য। ভবিষ্যতে শিল্প এবং বাণিজ্যিক বিকাশে এই ধারা রাজ্যের জন্য বড় সহায়ক হতে পারে।

ডিএ কি মৌলিক অধিকার প্রশ্ন তুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন : মহার্ঘভাতা বা ডিএ কি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার? মঙ্গলবার এই নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির সঞ্জয় কারোল ও প্রশান্ত কুমারের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ডিএকে মৌলিক অধিকার বলা যেতে পারে এমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরেই ডিএ সরকারি কর্মচারীদের আইনি অধিকার নয়, এটা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ে বলে সুপ্রিম কোর্টে যুক্তি তুলে ধরেন রাজ্য সরকারের আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান। তিনি আরও বলেন, ডিএ রাজ্য সরকার ঠিক করবে। রাজ্যের আর্থিক

পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার ডিএ ঠিক করে। এছাড়াও কেন্দ্রের হারে রাজ্যকেও ডিএ দিতে হবে, এমন কোনও আইনে উল্লেখ নেই। রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিভিন্ন হারে ডিএ দিয়ে থাকে সরকার। এটা মেনে নিতে হবে সরকারি কর্মচারীদের। এদিন সুপ্রিম কোর্টে এমনই যুক্তি দেন আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান। এদিন রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বাল তাঁর সওয়ালে বলেন, প্রত্যেক রাজ্যে ডিএ-র হার আলাদা। পশ্চিমবঙ্গ বাদে তেরোটি রাজ্যের উদাহরণ তুলে ধরে সিব্বাল বলেন, এই সমস্ত রাজ্য তাদের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ডিএ দেয়। আর এই নিয়মেই পশ্চিমবঙ্গ নিজের সাধ্যমতো ডিএ দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডিএ দিচ্ছে না, এমন নয়— সাওয়ালে তা স্পষ্ট করে দেন আইনজীবী কপিল সিব্বাল। সুপ্রিম কোর্টে সোমবার ডিএ মামলার শুনানির কথা থাকলেও তা হয়নি। মঙ্গলবার থেকে ডিএ মামলার বিস্তারিত শুনানি শুরু হয়েছে।

ফের আদালতে মুখ পুড়ল সিবিআইয়ের

প্রতিবেদন : আদালতে মুখ পুড়ল সিবিআইয়ের। শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন সাব ইন্সপেক্টর রত্না সরকার ও হোমগার্ড দীপঙ্কর দেবনাথ। কাঁকুড়গাছির অভিজিৎ সরকারের মৃত্যু মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআইয়ের দাবি ধোপে টিকল না। দুই পুলিশ কর্মীর জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। দু'জনকেই শুনানির দিন নিয়মিত হাজির থাকতে বলা হয়েছে। বিচারপতি, সিবিআই আদালতের কড়া সমালোচনা করে জানান, বিচারবিভাগীয় শৃঙ্খলা মাথায় রাখা উচিত নিম্ন আদালতের।

প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্তদের বাংলার বাড়ি

প্রতিবেদন : টানা বৃষ্টি ও প্লাবনের জেরে রাজ্যের একাধিক জেলায় ভেঙে পড়েছে শতাধিক মাটির বাড়ি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মঙ্গলবার সকালে জেলাশাসকের সঙ্গে জরুরি ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বৈঠকে মুখ্যসচিব স্পষ্ট নির্দেশ দেন, যেসব পরিবার এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাটির বাড়ি হারিয়েছেন, তাদের নাম 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত সরকারি সহায়তার আওতায় আনার জন্য জেলার ভূমি ও আবাসন দফতরকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগ, খানাকুল ও ঘাটাল পরিদর্শনে যাওয়ার আগেই মুখ্যসচিব এই জরুরি বৈঠক করেন। জেলাশাসকদের কাছে জেলার বন্যা-পরিস্থিতি, উদ্ধার কাজ এবং ত্রাণ বণ্টন সংক্রান্ত রিপোর্ট চাওয়া হয়। প্লাবিত অঞ্চলে নজরদারি বাড়ানো, জরুরি খাদ্যসামগ্রী ও ওষুধ মজুত রাখা এবং রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা জোরদার করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে দক্ষিণ ও উত্তরের সব জেলাশাসক ও বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সব জেলার কাছে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে নবান্ন। বন্যার কারণে যেসব ব্লকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেসব জায়গায় বিকল্প রাস্তা বা সেতু নির্মাণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে পিডব্লুডি ও সেচ দফতরকে। সেচ দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জেলাস্তরে কন্ট্রোলরুমও চালু রাখা হয়েছে।

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবির, একাধিক নির্দেশ মুখ্যসচিবের

প্রতিবেদন : 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিকে আরও ফলপ্রসূ করতে রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে। সকালে রাজ্যের জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলা প্রশাসনকে এই মর্মে একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রচারে ঘাটতি রাখা চলবে না। মানুষকে জানাতে হবে, কোথায়, কবে, কখন শিবির বসছে। যাতে এলাকার বাসিন্দারা সময়মতো পৌঁছে প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেন। ক্যাম্প চলাকালীন পদস্থ আধিকারিকদের সশরীরে শিবিরে উপস্থিত থাকতে হবে। দুর্গম বা অচেনা জায়গা এড়িয়ে, যেন সহজে পৌঁছানো যায় এমন এলাকায় শিবির করতে হবে। গত শনিবার থেকেই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। প্রথম দফায় মোট ৬৩২টি শিবির হয়েছে। বুথপিছু বরাদ্দ ১০ লক্ষ টাকা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্যভাতা-সহ ৩৭টি সরকারি জনমুখি প্রকল্পের সুবিধা মিলছে এই শিবির থেকে। মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম মুখ্য জনসংযোগ প্রকল্প হিসেবে ইতিমধ্যে এই উদ্যোগ রাজ্যবাসীর মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বন্যা পরিদর্শনে যাওয়ার আগে মঙ্গলবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন।

পুজোয় মুক্তি, উৎকর্ষিণীর মঞ্চে 'দেবী চৌধুরানি' শ্রাবন্তী

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

তিনি বাংলার ব্যান্ডিট কুইন, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে নিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ব্রিটিশরা তাঁকে বলত দস্যুরানি সেই দেবী চৌধুরানি এবার 'উৎকর্ষিণী'র মঞ্চে। ৪ অগাস্ট গিরিশ মঞ্চে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজার উদ্যোগে সূচনা হল 'উৎকর্ষিণী' দুর্গাপুজো সম্মান ২০২৫-এর। প্রতিবারের মতো এবারেও যাঁরা শৈলী ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখবেন তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এই সম্মান। যার শুভ সূচনা করলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। পুজোয় মুক্তি পেতে চলেছে পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রের ছবি 'দেবী চৌধুরানি'। নাম ভূমিকায় রয়েছেন শ্রাবন্তী। অন্যদিকে ভবানী পাঠকের চরিত্রে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনের পাশাপাশি নিজের ছবির প্রচারও সারলেন শ্রাবন্তী। প্রদর্শিত হল এই ছবির প্রথম ঝলক। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় দুজনেই যেন টেক্কা দিলেন গেলেন একে-অপরকে। গায়ে কাঁটা ধরানো সেই প্রি-টিজার। এই প্রসঙ্গে শ্রাবন্তী বলেন, দু'বছর ধরে গোটা টিমের অক্লান্ত পরিশ্রম ফল 'দেবী চৌধুরানি'।

মন্ত্রী শশী পাঁজার উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রে একশোর বেশি পুজো হয়। তার মধ্যে তথাকথিত মাঝারি

■ 'উৎকর্ষিণী' দুর্গাপুজো সম্মান প্রদানের মঞ্চে শ্রাবন্তী।

বাজেট বা ছোট বাজেটের যে পুজোগুলো হয় তাঁদের নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করেছেন তিনি। সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ, সেরা অলঙ্কার-সহ পুরোহিট পুরোহিত অর্থাৎ সেরা পুরোহিত, ভিউয়ার্স চয়েজ, উদ্বোধনী চমক, সেরা চালচিত্র, হাত বাড়ালেই বন্ধু, পরিবেশবান্ধব ইত্যাদি প্রায় ২১টি বিভাগের জন্য দেওয়া হবে এই সম্মান। অভিনবত্ব রয়েছে বিচারকমণ্ডলীর ক্ষেত্রেও। এই বিধানসভা কেন্দ্রেরই অন্তর্গত সাতটা বিগ বাজেটের, ঐতিহ্যবাহী, নামকরা পুজো কমিটির থেকেই বেছে নেওয়া হয়েছে একজন করে বিচারক। কারণ হিসেবে ডাঃ শশী পাঁজা বললেন, একটা সুন্দর যোগসূত্র তৈরি করা এবং আগামী দিনে এই পুজো কমিটিগুলো যাতে আরও বেশি উৎসাহিত হয় এবং নিজেদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয় সেই অনুপ্রেরণা দেওয়া। বিচারকের আসনে থাকা সাতটি পুজো কমিটি হল বাগবাজার সার্বজনীন, কাশীবোস লেন, কুমারটুলী সার্বজনীন, কুমারটুলী পার্ক, আহিরীটোলা যুববৃন্দ, আহিরীটোলা সার্বজনীন ও জগৎ মুখার্জি পার্ক। 'উৎকর্ষিণী' ২০২৫-এর মঞ্চে এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বর্গীয় রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি বোস, বিশিষ্ট গায়ক শুভঙ্কর ভাস্কর, চিত্রশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, অভিনেতা কুণাল ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন উত্তর কলকাতার বহু পুজো উদ্যোক্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। বর্ণময় অনুষ্ঠান মাতিয়ে দেন মসলন্দপুরের ঢাকশিল্পীরা। যাঁর চণ্ডীপাঠ ছাড়া বাঙালির দুর্গাপুজো অসম্পূর্ণ সেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের এদিন ছিল জন্মদিন। সেই উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি তথা বিচারকদের হাতে তুলে দেওয়া উত্তরীয় এবং মিষ্টি। ছবি : শুভেন্দু চৌধুরি

সেট-এর দিন ঘোষিত হল

প্রতিবেদন : সেট পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল কলেজ সার্ভিস কমিশন। চলতি বছরের ১৪ ডিসেম্বর হবে পরীক্ষা। রাজ্যের কলেজগুলিতে ২০২৬ সালের শুরুতেই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কলেজ সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে, সাড়ে তিন হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগ হবে। ফল ঘোষণা হবে জানুয়ারিতে। ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ করা হবে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি। এবারে ২০২৫-এর উত্তীর্ণদের পাশাপাশি ২০২১-এর পর যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন সকলেই সুযোগ পাবেন। ১ অগাস্ট থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত। রাজ্যের ২৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষা ফি হিসাবে জমা দিতে হবে ১,৪০০ টাকা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 August, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ফের এনআরসি নোটিশ এবার পঞ্চায়েত প্রধানকে!

প্রতিবেদন : ফের টার্গেট কোচবিহার, ফের এনআরসি নোটিশ! এবার অসমের বিজেপি সরকার এনআরসি নোটিশ পাঠিয়েছে মাথাভাঙা এলাকার হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রধানকে! যা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে দলের সোশ্যাল সাইটে। হেনস্থার নোটিশ তুলে ধরে জানতে চাওয়া হয়েছে, কীভাবে একজন জনপ্রতিনিধিকে নোটিশ পাঠাতে পারে অসম সরকার? অসমের নলবাড়ির ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল সমন পাঠিয়েছে কোচবিহারে। তাঁকে ২৭ অগাস্ট হাজিরা দিয়ে নিজের 'নাগরিকত্ব'র প্রমাণ দিতে বলা হয়েছে! একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে এইভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে কেন? বাংলা কি অসমের অধীনে? এটি একটি কাপুরুষোচিত চক্রান্ত যেখানে বাঙালিদের হয়রানি ও অপমান করা হচ্ছে এবং আমাদের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করার নোংরা চেষ্টা চলছে। এটা সরাসরি সংবিধান এবং বাংলার সম্মানের উপর আঘাত। এইভাবে আমরা চুপ থাকব না! আমাদের পরিচয় নিয়ে কোনও ছেলেখেলা চলবে না, আমাদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও অনৈতিক বিচারের প্রশ্নই ওঠে না! উল্লেখ্য, উত্তমকুমার ব্রজবাসী, নিশিকান্ত দাস, মোমিনা বিবি, অঞ্জলি শীলের পর ফের বাংলার বাসিন্দাকে অসম সরকারের এনআরসি নোটিশ পাঠিয়ে হেনস্থা। এর আগে এনআরসি নোটিশের প্রতিবাদে পথে নেমেছেন উত্তম, নিশিকান্তরা। নোটিশের কোনও উত্তর দেওয়া হবে না, নোটিশ মানা হচ্ছে না বলেও সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন মোমিনা, অঞ্জলি। প্রত্যেকেই আস্থা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। এবার পঞ্চায়েত প্রধানকে এনআরসি নোটিশ পাঠানোয় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে উঠছে নিন্দার ঝড়। এইভাবে হেনস্থার জবাব তৃণমূল দেবে এবং শেষ দেখে ছাড়বে বলে কড়া ভাষায় জানিয়েছে দল।

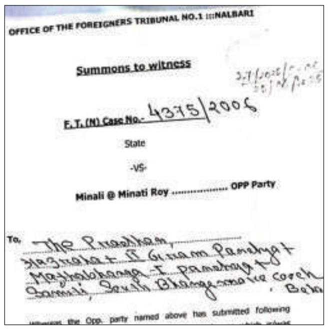
OFFICE OF THE FOREIGNERS TRIBUNAL NO.1 :::NALBARI
Summons to witness
F.T. (N) Case No- 4375/2005
State
-VS-
Minali @ Minati Roy .... OPP Party
To. The Pradhan,

কানে গরম জল ঢেলে মারের বর্ণনা সাব্বিরের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : নাকে-কানে ফুটন্ত গরম জল ঢেলে, উল্টো করে ঝুলিয়ে মার! হরিয়ানা পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন উত্তর দিনাজপুরের সাব্বির আলম। মঙ্গলবার তাঁকে দেখতে বাড়িতে যান মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। মন্ত্রীকেই অত্যাচারের কথা জানান সাব্বির। শ্রমিকের প্রতি এই অত্যাচারের কথা শুনে তীব্রভাবে ক্ষোভ উগরে দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলার শ্রমিকদের প্রতি বিজেপির রাজ্যে এই অত্যাচার দল সহ্য করবে না। দলনেত্রীর নেতৃত্বে অত্যাচারের জবাব চাইবে তৃণমূল। পাশাপাশি মন্ত্রী বলেন, বাংলার সব শ্রমিক যাতে বাংলাতেই কাজ পায় সেই দিকেও নজর রাখা হবে। তবে বিজেপি পরপর নির্বাচনে বাংলায় ভাল ফল করতে না পেরেই প্রতিহিংসায় পুলিশকে সাথে নিয়ে বাঙালিদের ওপর এমন নির্যাতন করছে বলে জানান মন্ত্রী। সাব্বির-সহ সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের সবরকমভাবে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার পরিবারকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। ভারতীয় নথি দেখিয়েও যাঁরা নির্দোষ, তাঁদের নির্যাতনের বিরোধিতা করেছেন মন্ত্রী।

■ হরিয়ানা পুলিশের অত্যাচারের কথা মন্ত্রী গোলাম রব্বানিকে জানালেন সাব্বীর।

ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীরা আক্রান্ত জনরোষের ঠেলা বুঝছেন গদ্দার

প্রতিবেদন : বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ নেমে এসেছে। বাংলার বাসিন্দাদের জুটছে বিদেশি তকমা। অসম থেকে পাঠানো হচ্ছে এনআরসি নোটিশ। তিতিবিরক্ত মানুষ। সেই জনরোষই এবার আছড়ে পড়ল গদ্দার অধিকারীর উপর। কোচবিহারে কনভয়ে হামলার ঘটনার পর এখন গায়ের জ্বালা ধরছে গদ্দারের। তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলছেন। কিন্তু তৃণমূল নয়, বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের রোষানলেই পড়ছেন গদ্দার। বঙ্গের বিজেপি নেতাদের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মানুষ। তাঁরাই গদ্দারকে দেখে গো-ব্যাক স্লোগান দিচ্ছেন, কালো পতাকা দেখাচ্ছেন, জুতো ছুঁড়ছেন। দলীয় পতাকা দিয়ে গাড়ির কাচ ভাঙছেন। ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে যখন বাঙালিদের উপর আক্রমণ হয়েছে, তখন নীরব থেকেছেন, এখন ঠেলা বুঝছেন গদ্দার। তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, ত্রিপুরায় যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা হয়েছে, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছিল, তখন এই গদ্দার অধিকারীরা উল্লাস করেছিলেন। গোঁফের আড়ালে মুচকি হেসেছিলেন। এখন কেন তাঁদের উল্টো সুর? বাংলার মানুষ বিজেপির রাজ্যে গিয়ে আক্রান্ত হবেন, তারপর এখানে বাংলার মানুষ বিজেপি নেতাদের পুজো করবেন তা তো হয় না। এদিন গদ্দারের কনভয় কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি এলাকায় পৌঁছলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। গদ্দারের গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় জানান, বিজেপি বাংলাবিরোধী, বাংলাভাষী বিরোধী। ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণে প্রতিবাদেই বিজেপি নেতারা যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এটা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। সেখানে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরাও শামিল। তৃণমূলের রাজ্যসাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, গদ্দারের কনভয় নিয়ে বিতর্ক হয়েছে বলে দেখা গিয়েছে। ত্রিপুরায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার পর বাহুবলী আস্ফালন করেছিল বিজেপি নেতৃত্ব। আজ কিন্তু তৃণমূল হামলা করেনি। বাংলা এবং বাঙালিদের যে অত্যাচার চলছে পাশাপাশি অসম থেকে এনআরসি নোটিশ পাঠানো হচ্ছে তাই বিক্ষোভ সমাবেশ চলছিল। গদ্দারের কনভয় সেখান থেকে যাওয়ার সময় উত্তেজক সংলাপ আসার অভিযোগ এসেছে। উত্তরের নেতারা রিপোর্ট দিয়েছেন, বিজেপির লোকেরা যখন দেখেছে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিকভাবে তাদের বিরোধিতা করছে, তখন নিজেরাই গাড়ির কাঁচ ভেঙে বিতর্কের মুখে পড়েছে।

বিক্ষোভের মুখে পড়ে ত্রস্ত গদ্দারের আইবি কর্মীকে হেনস্থা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : কর্তব্যরত রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল গদ্দারের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ধূপগুড়িতে নিজের কনভয় থামিয়ে ওই কর্মীকে কাজে বাধা দেয়, চরম হেনস্থা করে। সেটি আবার ভিডিও করে। এই বিষয়ে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খন্ডবহাল উমেশ গণপত জানিয়েছেন, ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ওই ব্যক্তি জেলা পুলিশের অধীনে নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গ আইবি বিভাগের কর্মী। তিনি নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনও বেআইনি কাজের অভিযোগ নেই। তৃণমূলের তরফে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে বিরোধী দলনেতার এই আচরণের। জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় বলেন, রাজ্যের আইন রক্ষাকারী বাহিনীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপমানিত করাই বিজেপির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই কর্মচারীর মতো হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন নিজের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে চলেছেন রাজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে। হেনস্থার শিকার ওই কর্মী গদ্দারের এই আচরণের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করবেন বলে জানিয়েছেন।

রেলের উদাসীনতা, ধসে ভাঙল সেবক-রংপোর ৭ নম্বর টানেল

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : রেলের উদাসীনতা, সঙ্গে বৃষ্টি। এর জেরে ঘটল হাড়হিম করা ঘটনা। বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন শ্রমিকরা। মঙ্গলবার ভেঙে পড়ে সেবক থেকে রংপো রেল প্রকল্পের ৭ নম্বর টানেলের সামনের দিকের বিশাল গার্ডওয়াল। সেবক থেকে সিকিমের সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগের জন্য জোরকদমে কাজ চলছে। রবিঝোরা এলাকার ৭ নম্বর টানেলের সামনের দিকে স্লোপ প্রোটেকশন ওয়ালে ফাটল ধরা পড়েছিল। ওই ফাটল থেকেই মঙ্গলবার সম্পূর্ণ দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। উল্লেখ্য, এই ঘটনা প্রথমবার নয়, এর আগেও রেলের টানেলে ধস নেমে বিহারে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়নি রেল। ফের ঘটল দুর্ঘটনা। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে, আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটলে এর দায় কে নিত?

প্রজনন ঋতুতে ধরা যাবে না বোরলি

প্রতিবেদন : প্রজনন ঋতুতে ধরা যাবে না বোরলি মাছ। নির্দেশিকা দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করল মৎস্য দফতর। বোরলি মাছের আঁতুড়ঘর তিস্তা নদীর পাশাপাশি জলঢাকা, করলা নদীতেও ছোট জাল, চাইনিজ জাল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা। নিষেধাজ্ঞা জারি করল জলপাইগুড়ি জেলা মৎস্য দফতর। অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। এই নিয়ে নদী সংলগ্ন এলাকায় প্রচার কর্মসূচি শুরু করে দিয়েছে মৎস্য দফতর। বিলি করা হচ্ছে লিফলেট। নিষেধাজ্ঞা না মানলে জেল, জরিমানা দুটোই হতে পারে বলে মৎস্য দফতরের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাশে পাপিয়া

■ অসুস্থ রাজবংশী কবি নগেন্দ্রনাথ রায়। মঙ্গলবার পদ্মশ্রী ও শিক্ষারত্ন সম্মানে ভূষিত কবিকে দেখতে যান দার্জিলিং জেলা সমতলের কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ। কবির শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। কথা বলেন কবির সঙ্গে। ফিরে আসার আগে জানান, সবসময় পাশে আছি।

নিখোঁজ তরুণী

■ রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ আলিপুরদুয়ার অরবিন্দনগর এলাকার এক তরুণী। অভিযোগ পাওয়ার পরই তরুণীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। শেষবার তরুণীকে দেখা গিয়েছিল ডিমা নদীর তীরে। সোমবার সিভিল ডিফেন্স-এর পক্ষ থেকে সেই ডিমা নদীতে তল্লাশি চালানো হয়। ডিমা নদীর তীরে তাঁর চটি, জুতো উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার বন দফতর, পুলিশ স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি শুরু করে।

দুই মহিলার মৃত্যু

■ ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের শালবাড়ি গ্রামে ধান রোপণের সময় পৃথক দুই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই মহিলার। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটে বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মসজিদ পাড়া এলাকায়। প্রথম ঘটনায় দীপিকা রায় (৪০) ও এক মহিলা ধানের জমিতে চারা রোপণ করতে গিয়ে একটি পুরনো ডোবার জলে পড়ে যান। তাঁকে মাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, একই দিনে একই গ্রামে আরেকটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান অনিষ্ঠা ওরাওঁ (৩১)।

লাইফ জ্যাকেট

■ বর্ষার মরশুমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় এবং আসন্ন দুর্গাপুজোর বিসর্জনে নদীতে সুরক্ষা বাড়াতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সিভিল ডিফেন্স-এর হাতে তিনশোটি নতুন লাইফ জ্যাকেট ও দুটি নতুন স্পিড বোট তুলে দেওয়া হল। মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাট শহরের আত্রেয়ী নদীর সদরঘাটে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের হাতে নতুন দুটি স্পিড বোট ও লাইফ জ্যাকেট তুলে দেওয়া হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ছিলেন জেলা সদর বালুরঘাটের মহকুমা শাসক সুব্রতকুমার বর্মন, অতিরিক্ত জেলাশাসক রবি প্রকাশ মিনা প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

6 August, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৬ অগাস্ট ২০২৫
বুধবার

৫টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১৩ রাউন্ড গুলি-সহ মুর্শিদাবাদের নওদা থানা এলাকা থেকে মঙ্গলবার বমাল গ্রেফতার হয় ৩ দুষ্কৃতী। নওদা থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার করে

বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য জেলা পরিষদের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট

২০ কলেজের জন্য বরাদ্দ ২ কোটি

পূর্ব মেদিনীপুর

সংবাদদাতা, তমলুক : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২০টি কলেজে এবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বসানো হচ্ছে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। ইতিমধ্যে এই প্ল্যান্ট বসানোর কাজ বেশ কয়েকটি কলেজে শুরুও হয়ে গিয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগের এক মাসের মধ্যেই প্ল্যান্ট তৈরির কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ইতিমধ্যে এই প্ল্যান্টের জন্য জেলা পরিষদের তরফে প্রতিটি কলেজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা করে। জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন কলেজে পানীয় জল সুনিশ্চিত করতে আগেই জলের পাম্প বসানো হয় প্রতিটি কলেজে। তবে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় ওয়াটার রিজার্ভার থেকে জল পৌঁছানোর সময় জলে অতিরিক্ত পরিমাণে আয়রন থাকছে। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই কলেজগুলির জন্য বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যকর পানীয় জল সুনিশ্চিত করতে সম্প্রতি জেলা পরিষদের বৈঠকে প্রতিটি

কলেজে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর জন্য মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ২ কোটি টাকা। সরাসরি রিজার্ভারের সঙ্গেই সংযোগ থাকবে এই একেবারে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের। ফলে কল খুললেই পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর পানীয় জল। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ে দশটি কলেজের জন্য অনুমোদন মিলেছে। বাকি আরও দশটি কলেজে ইতিমধ্যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ওই সমস্ত কলেজে এখন ঠিকাদার নিয়োগের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে রামনগর কলেজ, কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ, দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়, পালপাড়া কলেজ, এগরা এসএসবি কলেজে এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে দাবি। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, প্রাথমিকভাবে আমরা কলেজগুলিতে এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর কাজ শুরু করেছি। এতে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জল পাবেন। পরবর্তী সময়ে হাই এবং প্রাইমারি স্কুলগুলিতেও বিশুদ্ধ জল পৌঁছে দিতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর চিন্তাভাবনা চলছে।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর সফর হাতি-সতর্কতায় তৈরি ত্রিস্তর নিরাপত্তা বলয়

দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম

আজ মুখ্যমন্ত্রীর ঝাড়গ্রাম সফর ঘিরে হাতি-সতর্কতায় জোরদার ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় করে রেখেছে বন দফতর। সূত্রের খবর, আজ বুধবার সড়কপথে ঝাড়গ্রামে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। শহরের সারদাপীঠ মোড় থেকে পাঁচমাথা মোড় পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পা মেলাবেন মুখ্যমন্ত্রী। কাল, বৃহস্পতিবার তিনি বিশ্ব আদিবাসী দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর নির্বিঘ্ন করতে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এলাকার বন্য হাতির দল। বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম-লোধাশুলি রোড ও সংলগ্ন ৫ নম্বর রাজ্য সড়কে মাঝেমধ্যেই হাতির আনাগোনা লেগে থাকে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রাপথে কোনওভাবেই যেন বন্য হাতি বিঘ্ন না ঘটায়, সেই কারণেই তৈরি করা হয়েছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। এই ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থার প্রথম স্তরে থাকবে 'ট্র্যাকার্স টিম' যারা হাতির অবস্থান সম্পর্কে আগাম খবর দেবে। দ্বিতীয় স্তরে থাকবে বন দফতরের মনিটরিং টিম, যার নেতৃত্বে থাকবেন রেঞ্জ অফিসার-সহ বনকর্মীরা। এই স্তরেই মোতায়েন হবেন সর্বাধিক সংখ্যক কর্মী। এর জন্য ৬-৭ অগাস্ট জেলার প্রতিটি রেঞ্জ অফিসের কর্মীদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। সবশেষে, যদি আগের দুই স্তরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে তৃতীয় স্তরের 'ট্রাঙ্কুলাইজ় টিম'। যারা ঘুমপাড়ানি গুলি ব্যবহার করে হাতিকে নিয়ন্ত্রণে আনবে। তবে বনাধিকারিকদের ধারণা, এই চূড়ান্ত স্তরের ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়বে না। সোমবার বন দফতর জানায়, ঝাড়গ্রাম ডিভিশনে বর্তমানে ৫৯টি হাতি রয়েছে। এর মধ্যে ঝাড়গ্রাম রেঞ্জে রয়েছে ২৭টি হাতি। খড়্গপুর ডিভিশনে রয়েছে ৪৪ এবং মেদিনীপুরে ১৮টি। রাতের অন্ধকারে হাতির দল লরি থামিয়ে খাবারের খোঁজ চালায়। তাই প্রশাসন নিয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা।

দলের জেলা সভাপতি বামপন্থী হার্মাদ পোস্টার দিলেন আদি বিজেপি নেতারা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এবার পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপিতে ফের পোস্টার রাজনীতি ঘিরে প্রকাশ্যে প্রকট হয়ে দেখা দিল বঙ্গ বিজেপির আদি বনাম নব্য দ্বন্দ্ব। বিজেপির বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি অভিজিৎ তা-এর ছবি দিয়ে মঙ্গলবার সকালে পোস্টার পড়তে দেখা যায় বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেট এবং কোর্ট কম্পাউন্ড চত্বরে। আদি বিজেপি কার্যকর্তাদের নামে দেওয়া এই পোস্টারে জেলা সভাপতির ছবি দিয়ে তাঁকে বামপন্থী হার্মাদ বলে দাবি করে সাংগঠনিক জেলা বাঁচাও-এর আহ্বান করা হয়েছে। একই সঙ্গে গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন নির্বাচনে তাঁর ভূমিকা ও অসফলতাকে তুলে ধরা

জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার।

হয়েছে। তৃণমূলের অন্যতম জেলা সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম জানান, এটা বিজেপির ভাগ-বাটোয়ারার লড়াই। এর আগেও ওরা নিজেরাই নিজেদের অফিস ভাঙচুর করেছে। তৃণমূল ছাব্বিশের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, এখন এসব নিয়ে ভাবনার অবকাশই নেই আমাদের। মানুষ আমাদের সঙ্গেই আছেন। বিজেপিকে আবারও একবার শিক্ষা দিতে আমরা তৈরি। এদিকে মঙ্গলবার সকালে এই পোস্টার দেখার পর হইচই শুরু হতে জেলা সভাপতি অভিজিতের অনুগামীরা সমস্ত পোস্টার খুলে নিয়ে যান। তাঁরা বলেন, যারা বিজেপিতে সুবিধা করতে পারছে না, এটা তাদেরই কাজ।

ভাষাসন্ত্রাস : প্রতিবাদে রূপঙ্করও

প্রতিবেদন : ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন গায়ক রূপঙ্কর বাগচী। অতীতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে রূপঙ্কর সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, সময়ের থেকে এগিয়েছিলাম হয়তো। তাই অনেক কটাক্ষ, উপেক্ষা সহ্য করেছি। আজ বলছি, বাংলা গানের একজন শিল্পী হয়ে বাংলা ভাষার এই অপমান মেনে নিইনি, নেবও না। সে আপনারা আমাকে যাই ভাবুন। এরপর তিনি গানের চারটি লাইন লিখে নিজের প্রতিবাদ রেখেছেন ছাপার অক্ষরে। লিখলেন— **কত অভিমান জমে ছিল মাগো/ বুকের ক্ষতে প্রলেপের মতো/ মাতৃভাষায় প্রথম ডাকা 'মা'/জন্মভূমির দিব্যি তোমায় ছাড়ব না।**

সময় বাড়িয়ে দিল এসএসসি

প্রতিবেদন : ইতিমধ্যেই নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক পদে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের তথ্য সংশোধনের সুযোগ দিল এসএসসি। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এসএসসি জানিয়েছে আগামী ১১ আগস্ট পর্যন্ত সংশোধন করা যাবে। আবেদন পত্রে প্রার্থীদের নামের বানান, লিঙ্গ, জন্ম তারিখ ভুল থাকলে সংশোধন করা যাবে। আবেদন পত্রে প্রার্থীদের স্বচ্ছ এবং বর্তমান সময়ে তোলা ছবি সই সহ দিতে হবে। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও যাঁরা কোড, ইউনিক স্কুল কোড, স্কুলের নাম, কত তারিখে স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন সেই তথ্য আপলোড করার সময়সীমাও এসএসসি বাড়িয়েছে।

বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু

সংবাদদাতা, বর্ধমান : লাগাতার বৃষ্টির জেরে মাটির বাড়ি ধসে ঘুমন্ত অবস্থায় চাপা পড়ে মৃত্যু হল ইউনুস মল্লিক (৫৫) ও রিজিয়া বেগম মল্লিকের (৪৮)। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে চারটের সময় বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠ নসিপুর গ্রামে ইউনুসের মাটির বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। পাড়াপড়শিরা তাঁদের উদ্ধার করতে না পারায় শেষে জেসিবি এনে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দেহ দুটি উদ্ধার হয়। জামালপুর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়।

দিঘায় তলিয়ে মৃত্যু

সংবাদদাতা, দিঘা : মঙ্গলবার দুপুরে দিঘায় স্নানে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল দুর্গাপুরের পর্যটক হিমাদ্রিশেখর ঘোষের (৪৩)। পেশায় সরকারি কর্মচারী হিমাদ্রিবাবু-সহ ৩ জন মঙ্গলবার দুপুর ২টো নাগাদ মত্ত অবস্থায় স্নানে নেমেছিলেন। সেই সময় আচমকাই তলিয়ে যান হিমাদ্রিশেখর। কর্তব্যরত নুলিয়ারা তাঁকে উদ্ধার করে দিঘা রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ছিনতাইয়ে ধৃত চার

সংবাদদাতা, আসানসোল : সাধু বেশে ছিনতাইয়ের অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেফতার করল কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতেরা উত্তরাখণ্ড এবং হরিয়ানার বাসিন্দা। ঝাড়খণ্ডের কৃষ্ণা বাউরি স্বামী-সন্তানদের নিয়ে পুরনো কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরছিলেন। দামাগড়িয়া রেলব্রিজের কাছে চারজন সাধুবেশে আশীর্বাদের নাম করে মঙ্গলসূত্র ছিনতাই করে কলকাতার দিকে পালায়। নাকা তল্লাশিতে গাড়ি-সহ ৪ জনই গ্রেফতার হয়।

রাখির উপর মন্দিরের ছবি ফোটাতে ব্যস্ত পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্পীরা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : 'টেরাকোটার গ্রাম' হিসেবে রাজ্যে ব্যাপক পরিচিত পাঁচমুড়া গ্রামের শিল্পীরা এখন চরম ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন। সামনেই রাখিবন্ধন উৎসব। এই উপলক্ষে জয়পুরের গোকুলচাঁদ মন্দিরের ছবি ফুটে উঠছে পাঁচমুড়ার শিল্পীদের হাতে তৈরি অভিনব রাখির উপর। জয়পুর ব্লক প্রশাসনের তরফে প্রাচীন এই মন্দিরের ছবি রাখিতে ফুটিয়ে তোলার বরাত দেওয়া হয়েছে এই গ্রামের শিল্পীদের। ডিজাইনার বিকাশ কুম্ভকারের পরামর্শে এখন রাখি তৈরিতে হাত লাগিয়েছেন মূলত মহিলা শিল্পীরা। বিকাশ কুম্ভকার বলেন, বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন ইতিহাসকে রাখির মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি পর্যটক ও পর্যটনের মেলবন্ধন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়েই এই কাজ হচ্ছে। এবারের রাখিতে জয়পুর ব্লকের গোকুলচাঁদ মন্দিরের ছবি থাকছে। পুরো কাজটি ব্লক প্রশাসনের অর্ডার অনুযায়ী তৈরি টেরাকোটার এই রাখি প্রত্যেকের মন কাড়বে বলে মনে করছেন ব্লক কর্তারা।

রাখি তৈরিতে ব্যস্ত টেরাকোটা শিল্পীরা।

টানা বর্ষায় জলবন্দি ৩ গ্রাম, বাধ্যত বন্ধ রাখা হল ২ স্কুলের পরীক্ষা

প্রতিবেদন : টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে নদীর জলে বইছে রাস্তার উপর দিয়ে। ফলে জলবন্দি পরিস্থিতি বীরভূমের লাভপুর এলাকার তিনটি গ্রাম হরিপুর, জয়চন্দ্রপুর এবং চর্তুভুজপুর। এই কারণে বন্ধ রাখতে হল দুটি স্কুলের পরীক্ষা। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ঠিবা পঞ্চায়েত এলাকার এই তিনটি গ্রাম কুয়ে নদী ও জামনা বিলের জলে বছরে অন্তত ৪-৫ মাস বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হয়ে পড়ে। এই গ্রামগুলির প্রায় ১০০ ছাত্রছাত্রী জামনা-ধ্রুবাবাটি বসন্তকুমারী গার্লস এবং জামনা হাইস্কুলের পড়ুয়া। গার্লস হাইস্কুলে সোমবার পরীক্ষা শুরু হয়। মঙ্গলবার জামনা হাইস্কুলেও পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল। কিন্তু শনিবার রাস্তা তলিয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ে পড়ুয়ারা। ফলে গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রাধারানি মণ্ডল এবং হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থদেব হাটি জানিয়ে দেন, আপাতত পরীক্ষা স্থগিত রাখা হচ্ছে। হাঁটু-সমান জল হওয়ায় প্রায় ১ কিমি রাস্তা হেঁটে এসে তারপর নৌকায় স্কুলে আসতে হয়েছে। গ্রামে বর্ষায় যোগাযোগের মাধ্যম প্রশাসনের নৌকা বা ব্যক্তিগত লোহার কড়াই। গত বছর জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৩ কোটিতে জামনা-জয়চন্দ্রপুর ৪ কিলোমিটারের ঢালাই রাস্তা হয়। কিন্তু কজওয়ে নির্মাণের কাজ বাকি থাকায় এবারেও দুর্ভোগ এড়ানো যায়নি।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 August, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, জঙ্গলমহলে উৎসবের আমেজে তৃণমূলকর্মীরা

■ ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে সভাস্থল পরিদর্শনে খগেন্দ্রনাথ মাহাতো।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো। পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল। দু'দিনের ঝাড়গ্রাম সফরে ঝাড়গ্রাম আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার দুপুরে ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে ঝাড়গ্রাম শহরে ঐতিহাসিক পদযাত্রা করবেন। পদযাত্রা শেষে ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথার মোড়ে এক সভায় ভাষণ দেবেন। এরপর ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সে রাত্রিযাপন। দ্বিতীয় দিন, ৭ অগাস্ট ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের সূচনা করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই সভাস্থল পরিদর্শন করলেন খগেন্দ্রনাথ। বললেন, মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গলমহলে আসছেন। এই খবরে গোটা ঝাড়গ্রামে এখন উৎসবের আমেজ। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। দু'দিন ধরে আমি রাস্তায় রয়েছি, মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল ঘুরে দেখছি। কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি, যাতে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় অংশগ্রহণে কোনও কর্মী বা সমর্থককে সমস্যায় না পড়তে হয়।

বাংলা ও বাঙালি নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সমাবেশ

কোচবিহার

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাংলা ও বাংলার নাগরিকদের ওপরে বিজেপি সরকারের হয়রানির প্রতিবাদে কোচবিহারে তৃণমূলের তুমুল বিক্ষোভ। কোচবিহারে একই দিনে নয়টি জায়গায় হয়েছে কর্মসূচি। সোমবার কোচবিহারের তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় বিশেষ আলোচনা করেছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরের দিনই মঙ্গলবার সকাল থেকে তৃণমূলের এই কর্মসূচি ছিল। বেলা ১০টা থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত চলে অবস্থান-বিক্ষোভ। তৃণমূলের এই অবস্থান-বিক্ষোভ চলাকালীন সামনে দিয়ে গদ্দার অধিকারী যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা এনআরসির প্রতিবাদে তাঁর গাড়ির সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় এদিন খাগড়াবাড়ি-সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ সমাবেশে ছিলেন। তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, জেলা জুড়ে ১৯টি জায়গায় কাতারে কাতারে তৃণমূল কর্মীদের ভিড় ছিল। কর্মসূচি সফল হয়েছে। এদিকে গদ্দার কোচবিহারে এসে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছেন দাবি তৃণমূলের। এর প্রতিবাদেও তৃণমূলের পক্ষ থেকে এদিন কোচবিহার স্টেশন চৌপথি থেকে মিছিল বেরোয়। উদয়নের অভিযোগ, বিজেপি সরকার এনআরসির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে।

বোল্ডারবোঝাই গাড়ির নিচে লুকিয়ে ভারতে ঢুকে ধৃত

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ফিল্মি কায়দায় ফুলবাড়ি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরনোর সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়ল এক বাংলাদেশি যুবক। বোল্ডারবোঝাই গাড়ির নিচে লুকিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে পাকড়াও হল রিপন রায় নামে এক ব্যক্তি। অন্যদিনের মতো ভুটানের বোল্ডারবোঝাই গাড়ি ভারত থেকে বাংলাদেশে যায় এবং বোল্ডার খালি করে পুনরায় ভারতে ফিরে আসে। ফিরে আসার সময় বিএসএফ যখন গাড়িটি পরীক্ষা করছিল তখন দেখতে পায় গাড়ির ডালার নিচে এক ব্যক্তি ঘাপটি মেরে বসে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটক করে বিএসএফ। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা যায়, সে ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছিল। তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে বিএসএফ সূত্রে খবর।

ভুয়ো আধার বানিয়ে কাকার বাড়িতে বাংলাদেশি, গ্রেফতার

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : অবৈধভাবে ভারতে বসবাসের অভিযোগে এক বাংলাদেশি যুবককে আটক করে দার্জিলিং জেলা পুলিশের খড়িবাড়ি থানার হাতে তুলে দিল এসএসবি। নাম পলাশচন্দ্র রায়। বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জের বাসিন্দা। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত অক্টোবরে ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে এদেশে প্রবেশ করে সে। এরপর শিলিগুড়ি বহারকুমার খড়িবাড়ির নেপাল সীমান্ত ঘেঁষা ছোট বদরাজোতে কাকার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ভুয়ো পরিচয়পত্র দেখিয়ে আধার কার্ডও করে ফেলেছিল সে। ধৃতের গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় সোমবার গভীর রাতে আটক করে তল্লাশি চালাতেই ধৃতের হেফাজত থেকে বাংলাদেশি পরিচয়পত্র, স্কুল সার্টিফিকেট, জন্ম পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়। ভারতে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে পলাশকে আটক করে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

টোটোর দৌরাত্ম্যে বাস বন্ধ দ্বিতীয় দিনে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : টোটোর দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদে মিনিবাস ও অটো বন্ধ আজ দ্বিতীয় দিনে পড়ল, দুর্গাপুরে। সমস্যায় যাত্রীরা। দুর্গাপুরের হাডকো মোড়ে অবৈধ যে সমস্ত টোটোতে যাত্রীরা আসছেন, টোটো থেকে তাঁদের জোর করে নামিয়ে দিচ্ছেন অটোচালকরা। তাঁদের দাবি, আমরা ফ্রি পরিষেবা দেব। তাই টোটোচালকদের যাত্রীদের নামিয়ে অটোচালকেরা হাডকো মোড় থেকে যাত্রীদের নিখরচায় গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছেন। ফলে হাডকো মোড়ে উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় টোটো ও অটোচালকদের মধ্যে। গোলমালের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিধাননগর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে অটোচালকদের বাদবিতণ্ডা শুরু হয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ দু'পক্ষকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ঠাঁই ফিরে পেলেন সান্ত্বনা

■ সান্ত্বনা জানার বাড়িতে খুশির উৎসবে পুলিশকর্তা ও জেলাশাসকও।

সংবাদদাতা, কাঁথি : প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আশ্রয় ফিরে পেলেন বছর পঞ্চান্নর সান্ত্বনা। জমিমাফিয়াদের অত্যাচারে পৈতৃক ভিটে থেকে বিতাড়িত হন। প্রায় এক দশক পর নিজের ঠিকানা ফিরে পেলেন। ২০১৬-য় কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের বলভদ্রপুরের বাসিন্দা একাকী সান্ত্বনা জানার পৈতৃক ভিটের ওপর নজর পড়ে জমিমাফিয়াদের। অকথ্য অত্যাচার করে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। এমনকী পাগলি অপবাদ দিয়ে জনরোষ তৈরি করে জুতোপেটাও করা হয়। এত লাঞ্ছনার মাঝেও হার মানেননি সান্ত্বনা। অদম্য জেদকে সঙ্গী করে ন্যায়বিচারের আশায় অনেক ঘোরাঘুরি করেও কাজ হয়নি। বছরখানেক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতেও যান। এতে ঘটনার কথা কানে যায় জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজির। জেলাশাসক ও কাঁথি থানার আইসি প্রদীপকুমার দাঁর হস্তক্ষেপেই অবশেষে নিজের আশ্রয় ঠিকানা ফিরে পেলেন। পুরনো মাটির বাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। তাই জেলা প্রশাসন তাঁকে পাকা বাড়ি করে দিয়েছে। সেখানেই ঘটা করে গৃহপ্রবেশ হল। প্রায় ২০০ জন মানুষের ভূরিভোজের আয়োজন হয়। ছিলেন আইসি নিজেও। মহিলার এই লড়াইকে কুর্নিশ জানান তাঁরা। জেলাশাসক ও আইসির অবদান ভুলতে চান না সান্ত্বনা। জানান, ওঁদের সহযোগিতাতেই নতুন জীবন পেলাম।

দুই কলেজ ছাত্রীকে কটূক্তি প্রতিবাদে উত্তাল শিলিগুড়ি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে দুই কলেজ ছাত্রীকে অশালীন মন্তব্য ও কটূক্তি করার অভিযোগে চাঞ্চল্য। যে বাড়িতে ওই ছাত্রীরা ভাড়া থাকতেন, সেখানকার দুই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও পাহাড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। আজ সকালে পাহাড় থেকে প্রচুর মানুষ বিশেষ করে গোর্খা সম্প্রদায়ের সদস্যরা এসে বিক্ষোভ দেখান। অভিযুক্তদের ক্ষমা চাইতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন তাঁরা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, ঘটনাস্থলে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিলি শীল সিংহও বিক্ষোভের মুখে পড়েন। পুলিশকে পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে যায়। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত দুই মহিলাকে হেফাজতে নেয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লালকেল্লায় প্রবেশ করতে গিয়ে দিল্লি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল ৫ জন। দিল্লি পুলিশের চোখে, ধৃতরা বাংলাদেশি। কারও কাছেই লালকেল্লায় ঢোকার বৈধ অনুমতিপত্র ছিল না। ভাষাবিতর্কের আবহে এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে রাজধানীতে

দিল্লি দরবার

মেঘভাঙা বৃষ্টির দাপট

বিপর্যস্ত উত্তরকাশী, বিচ্ছিন্ন গঙ্গোত্রী ধাম মৃত ৪, নিখোঁজ ৫০

প্রতিবেদন : হড়পা বানের তোড়ে ভেসে গেল উত্তরকাশীর আস্ত একটি গ্রাম। বহু ঘরবাড়ির পাশাপাশি হারিয়ে গেল অন্তত ২০-২৫টি হোটেল এবং হোম-স্টে। এমনই ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টি আর হড়পা বানের সাক্ষী হল উত্তরাখণ্ড। উদ্ধারে নামল সেনা। মঙ্গলবার উত্তরকাশীর ধারালি গ্রামে এক প্রবল মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে ব্যাপক ভূমিধসের কবলে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা। এই ঘটনায় অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। পবিত্র গঙ্গোত্রী ধামের সঙ্গে সব ধরনের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে নেমে আসে প্রবল জলস্রোত। ভেসে আসে ধ্বংসাবশেষ। সমগ্র অঞ্চলকে প্লাবিত করে দেয়। একাধিক উদ্ধারকারী সংস্থাকে জরুরি ভিত্তিতে কাজে নামতে বাধ্য করে। এই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাটি মুখবাতে অবস্থিত গঙ্গাজির শীতকালীন আসন এবং পূজনীয় গঙ্গোত্রী ধামের খুব কাছেই। পর্যটকদের রেকর্ড করা ভিডিওতে দেখা গেছে,

পাহাড় থেকে প্রবল বেগে জল নেমে আসছে। বহু বাড়িঘর এবং গাছপালা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। হারসিল এলাকার খীর গাড় ড্রেনের জল উপচে পড়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এর পরই উত্তরকাশী পুলিশ, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী দল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোতে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। জেলা কর্তৃপক্ষের মতে, অবরুদ্ধ রাস্তা এবং লাগাতার বৃষ্টির কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। তবে নিখোঁজদের খোঁজে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চলছে। চারধাম তীর্থস্থানগুলির মধ্যে অন্যতম গঙ্গোত্রী ধাম সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। উত্তরকাশীতে এই মেঘভাঙা বৃষ্টি এমন এক সময়ে ঘটেছে, যখন হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলি জুড়ে বর্ষার তাণ্ডব চলছে। উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুনে সোমবার রাতভর একটানা বৃষ্টির কারণে সমস্ত স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। হরিদ্বারে গঙ্গা এবং কালী নদীর মতো প্রধান নদীগুলি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

প্রতিবেশী রাজ্য হিমাচল প্রদেশও প্রবল বর্ষণের শিকার। শুধুমাত্র সোমবারই বৃষ্টির কারণে ভূমিধসে একটি জাতীয় সড়ক-সহ ৩১০টি রাস্তা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। মান্ডি জেলায়, একটি গাড়ি খাদে পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। সিমলার উপশহর পনথাঘাটিতে রবিবার রাতে একটি বড় ভূমিধসের ঘটনা ঘটে, যার ফলে মেহলি-শোগি বাইপাস অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং কাছাকাছি কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইন্ডিয়ান মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (আইএমডি) রাজ্যের বিচ্ছিন্ন স্থানগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য 'অরেঞ্জ' সতর্কতা জারি করেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই বর্ষা মরশুমে হিমাচল প্রদেশে এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ১০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৬ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

ডেপুটি চেয়ারম্যানের সাফাইকে পাত্তাই দিল না বিরোধীরা

চুপি চুপি ভোট চুরির প্রতিবাদ মকরদ্বারে বিক্ষোভ তৃণমূলের

প্রতিবেদন: মঙ্গলবারও তৃণমূল-সহ বিরোধীদের মিলিত প্রতিবাদে সংসদে নাস্তানাবুদ হল মোদি সরকার। লোকসভার স্পিকার বাদল অধিবেশনের তিন সপ্তাহ গড়িয়ে গেলেও ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে বিরোধীদের আলোচনার দাবি না মানায় এদিনও সংসদ মুলতবি হয়ে যায়। রাজ্যসভাতে ডেপুটি চেয়ারম্যান বিরোধীদের নিবিড় সংশোধনী নিয়ে আলোচনার দাবি মানতে চাননি। এসআইআরের বিরোধিতার পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলার প্রতিবাদে বিজেপির বিরুদ্ধে সংসদে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

অন্য দিনের মতো মঙ্গলবার সংসদের বাইরে মকরদ্বারের সামনে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, আরজেডি, শিবসেনা, ডিএমকে সাংসদরা সম্মিলিতভাবে এসআইআর প্রত্যাহারের দাবিতে এবং বিজেপির চুপিচুপি ভোট চুরির ষড়যন্ত্রের বিরোধিতায় ব্যানার হাতে সুর চড়ান।

সূত্রের দাবি, এদিন সকালে বিরোধী শিবিরের বৈঠকে ভোটার তালিকায় সংশোধনী নিয়ে সংসদের ভিতরে বাইরে বিক্ষোভের ঝাঁজ আরও বাড়ানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি লোকসভা এবং রাজ্যসভায় ইন্ডিয়া ব্লক আলোচনার দাবিতে চালিয়ে যাবে লড়াই। এক্ষেত্রে সংসদের ভিতরে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা হবে বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মঙ্গলবার রাজ্যসভায় নিবিড় সংশোধনী ইস্যুতে সরকার ও বিরোধী মতবিরোধ চরমে পৌঁছয়। বিরোধীদের সব নোটিশ খারিজ করে দেওয়ার প্রতিবাদে ওয়েলে নেমে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, ডিএমকে, আরজেডি, শিবসেনা নেতারা। এদিন সংসদে এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের আলোচনার দাবি না মানলেও রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষে সাফাই গাইতে চেষ্টা করেন। বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করেন। বিরোধীরা অবশ্য সেইসব অজুহাত আমল দেননি।

নির্বাচন কমিশন ঘেরাও ১১ অগাস্ট

প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনী ইস্যুতে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি হবে ১১ অগাস্ট সকাল ১১টায়। ৮ অগাস্টের বদলে। প্রয়াত জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই কমিশন ঘেরাও কর্মসূচির দিন বদল করেছে ইন্ডিয়া ব্লক। মঙ্গলবার সকালে সংসদে তৃণমূল-সহ ইন্ডিয়া ব্লক শিবিরের বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের নবনির্বাচিত লোকসভার চিফ হুইপ কাকলি ঘোষদস্তিদার বিরোধী শিবিরের বৈঠকে যোগ দেন। তবে কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়া হলেও তৃণমূল কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া ব্লকের দলগুলি সংসদে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনীর প্রতিবাদে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এদিন একগুচ্ছ নোটিশ দিয়েছে লোকসভায় এবং রাজ্যসভায়।

চিফ হুইপ কাকলি ডেপুটি নেতা শতাব্দী

▪ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার ▪ শতাব্দী রায়

প্রতিবেদন : সোমবার লোকসভার চিফ হুইপ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেছেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জায়গায় লোকসভায় দলের চিফ হুইপের দায়িত্ব সামলাবেন ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। অন্যদিকে, লোকসভায় দলের ডেপুটি লিডার হয়েছেন চারবারের সাংসদ শতাব্দী রায়। উল্লেখ্য, গতকাল নেত্রী ভার্চুয়াল বৈঠকে জানান, যেহেতু সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ, তাই যতদিন না তিনি সুস্থ হচ্ছেন, সমন্বয় রাখতে লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শোকাহত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

প্রয়াত সত্যপাল মালিক

প্রতিবেদন: প্রয়াত জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক। দীর্ঘ অসুস্থতার পর মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। বিজেপির আমলে কৃষক আন্দোলন ও পুলওয়ামা হামলা নিয়ে অপ্রিয় সত্য তুলে ধরা প্রাক্তন রাজ্যপালের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির মনোনীত রাজ্যপাল হওয়া সত্ত্বেও সত্য প্রকাশে তিনি বিজেপিকে কখনওই ভয় পাননি। তাঁর সেই সততার কথা স্মরণ করেন জননেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের প্রয়াণে শোকাহত, যিনি ভারতের রাজনীতিতে পরিচিত এমন কিছু সত্য তুলে ধরার জন্য, যা বলার ক্ষমতা অনেকেরই হয় না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, সত্যপালজি সাহসিকতার সঙ্গে ভারতের কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সরব হয়েছিলেন এবং পুলওয়ামা হামলা সম্পর্কিত কিছু অপ্রিয় সত্য সম্পর্কেও সরব ছিলেন। এই সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানাই।

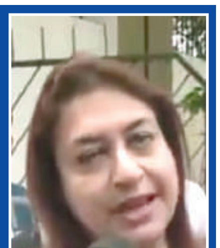

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মঙ্গলবার রাঁচিতে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শিবু সোরেনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং লোকসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়। তৃণমূল চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের পক্ষ থেকে প্রয়াত শিবু সোরেনের পুত্র হেমন্ত সোরেন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান দুই সাংসদ। বিধানসভাতেও যান তাঁরা। বলেন, শিবু সোরেনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ইতিহাসে।

মার্শাল বিতর্ক, রাজ্যসভায় বিরোধীদের চাপে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হল বিজেপি

প্রতিবেদন : রাজ্যসভায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে সিআইএসএফকে যে মার্শাল হিসাবে নামিয়েছিল সরকার, বিরোধীদের চাপের মুখে তা স্বীকার করতে বাধ্য হল কেন্দ্র। প্রথম অবশ্য তৃণমূল-সহ বিরোধীদের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিল কেন্দ্র। কয়েকদিন আগে গণতন্ত্রের এক চরম অবমাননার সাক্ষী হয়েছিলেন রাজ্যসভার সাংসদরা। তৃণমূলের নেতৃত্বে বিরোধী জোটের সংসদদের বিক্ষোভ সামাল দিতে রাজ্যসভার অধিবেশনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল সিআইএসএফ জওয়ানদের। সংসদের ইতিহাসে যা নজিরবিহীন। কেন্দ্রের এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তৃণমূল। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়া ব্লকের বিরোধী শিবিরের সংসদরা এই মার্শাল বিতর্ক নিয়ে সুর চড়ান। জবাবদিহি চান কেন্দ্রের। তাঁদের প্রশ্ন, এভাবেই কি সংসদ চলবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে?

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রোষে ভারত, তখন তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে মস্কো যাচ্ছেন দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। চলতি মাসে যাবেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করও

দেশে নাগরিকত্বের প্রমাণ কোনগুলি? জবাব এড়িয়ে ধোঁয়াশা বাড়াল কেন্দ্র

প্রতিবেদন: নাগরিকত্ব ইস্যুতে চলতি বিতর্কের মধ্যেই সংসদে পাশ কাটানো উত্তরে ধোঁয়াশা আরও বাড়াল মোদি সরকার। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ লিখিত প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বান্দি সঞ্জয় কুমার যে জবাব দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে নাগরিকদের প্রমাণপত্র হিসাবে বিবেচিত হবে কোনগুলি, তা নিয়ে স্পষ্ট জবাব নেই কেন্দ্রের কাছে। বরং কৌশলে বিতর্ক জিইয়ে রাখার চেষ্টা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের লিখিত জবাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, দায়সারা উত্তর স্পষ্টতার চেয়ে বিভ্রান্তিই বেশি তৈরি করেছে। প্রশ্নটি ছিল সরাসরি এবং জনস্বার্থের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কেন্দ্রের উত্তর পরোক্ষ ও তথ্যগত দিক থেকে অসম্পূর্ণ। সাংসদ মালা রায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, (ক) নির্দিষ্ট কোনও পরিচয়পত্র কি ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়? তাহলে তার বিস্তারিত বিবরণ কী? (খ) মাননীয় আদালতের রায়ে কোন কোন কার্ডকে ভারতীয় নাগরিকত্বের বৈধ প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়? এর বিবরণ দিক সরকার। এই প্রশ্নগুলির উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রশ্নের উভয় অংশের জন্যই একটি সাধারণ বিবৃতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ২০০৪ সালে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত করে একটি জাতীয় পরিচয়পত্র জারি করতে পারে। এর পদ্ধতি ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব (নাগরিকদের নিবন্ধন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র জারি) বিধিমালায় বর্ণিত আছে। সাংসদের প্রথম প্রশ্নটি ছিল 'কোনও পরিচয়পত্র' (যেমন আধার কার্ড, ভোটার আইডি, পাসপোর্ট ইত্যাদি) বর্তমানে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয় কি না। মন্ত্রী এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটি প্রস্তাবিত 'জাতীয় পরিচয়পত্র'-এর কথা বলেছেন, যা এখনও সর্বজনীনভাবে দেশে চালুই হয়নি। এটি বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তে ভবিষ্যতের একটি সম্ভাব্য পদ্ধতির কথা বলে প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ারই শামিল। অন্যদিকে প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে সাংসদ সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চেয়েছিলেন, মাননীয় আদালত কোন কোন কার্ডকে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মন্ত্রীর উত্তরে এই গুরুত্বপূর্ণ আইনি দিকটি সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। আদালতের রায়ের বিষয়টি সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ বিভিন্ন সরকারি ও আইনি কার্যক্রমে এই প্রমাণপত্রগুলির বৈধতা নিয়ে প্রায়শই প্রশ্ন ওঠে। এই প্রসঙ্গে কোনও তথ্য না দিয়ে তার পরিবর্তে সংসদে কার্যত দায় এড়িয়েছে শাহের মন্ত্রক। এক অসম্পূর্ণ উত্তরে ২০০৩ সালের বিধিমালা এবং ২০০৪ সালের সংশোধিত আইনের তথ্যগত উদ্ধৃতি দিয়েছে কেন্দ্র। এটি একটি সাধারণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করে, কিন্তু সাংসদের মূল প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সরকারের অবস্থান কী তা জানাতেই পারেননি মন্ত্রী। উল্টে বেড়েছে ধোঁয়াশা। মোদি সরকার স্পষ্ট করেনি যে, সাধারণ মানুষের কাছে থাকা বর্তমান পরিচয়পত্রগুলির আইনি অবস্থান কী। আধার, এপিকের মতো এযাবৎ গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্রগুলিকে কি তাহলে বাতিলের তালিকায় ফেলতে চাইছে কেন্দ্র? নাকি রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে পরিকল্পিত অস্থিরতা জিইয়ে রাখতে চায় কেন্দ্র?

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কে উত্তেজনা

আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমদানি পণ্যে শুল্ক বাড়বে, ভারতকে হুমকি ট্রাম্পের

আমেরিকার অভিযোগে প্রতিক্রিয়া নয়াদিল্লিরও

প্রতিবেদন: নানা দেশকে প্রতিদিন নিত্যনতুন হুমকি দেওয়ার রেকর্ড গড়ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর শুল্ক 'খুব উল্লেখযোগ্যভাবে' বাড়াতে পারেন। ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত রাখার ক্ষোভে তাঁর এই সিদ্ধান্ত। সোমবারই তিনি 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ভারতের ওপর ধাপে ধাপে শুল্ক বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন। এদিন ট্রাম্প বলেছেন, তাদের (ভারতের) শুল্ক হার সবার চেয়ে বেশি...আমরা ২৫% স্থির হয়েছিলাম, কিন্তু আমি মনে করি, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে এই হার খুব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে। কারণ তারা রাশিয়ার তেল কিনছে, তারা ইউক্রেনে যুদ্ধের যন্ত্রকে জ্বালানি জোগাচ্ছে এবং তারা যদি এমনটা করতে থাকে, আমি কিন্তু খুশি হব না।

ট্রাম্প আরও বলেন, আমেরিকার পণ্যের ওপর ভারতের উচ্চ শুল্কের হার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের একটি মূল বাধা হয়ে রয়েছে। তবে তিনি ভারতীয় আমদানির ওপর ঠিক কতটা শুল্ক চাপাতে চান, তা নির্দিষ্ট করে জানাননি। ১ অগাস্টের সময়সীমার আগেই ট্রাম্প বলেছিলেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য তিনি ভারতের ওপর ২৫% শুল্ক এবং একটি অনির্দিষ্ট 'জরিমানা' চাপাবেন। রাশিয়ার প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, জ্বালানির দাম কমলে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হবেন। যদি জ্বালানির দাম যথেষ্ট কমে যায়, তাহলে পুতিন মানুষ হত্যা করা বন্ধ করবেন। যদি প্রতি ব্যারেল জ্বালানির দাম আরও ১০ ডলার কমে যায়, তাহলে তাঁর কাছে আর কোনও বিকল্প থাকবে না, কারণ রুশ অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এদিকে এর জবাবে ভারত সোমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমালোচনা করে বলেছে, তারা ভারতীয় শোধনাগারগুলিকে তাদের অপরিশোধিত তেল রফতানির জন্য নিশানা করছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানায়, ভারতের তেল আমদানি আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতির দ্বারা বাধ্য হয়ে করা একটি প্রয়োজনীয়তা। অথচ যারা এর সমালোচনা করছে, তারা নিজেরাও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করছে। যদিও এমন বাণিজ্য তাদের জন্য অত্যাবশ্যকও নয়।

সিএনবিসি স্কোয়াক বক্স-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ভারত সম্পর্কে মানুষ যা বলতে পছন্দ করে না, তা হল তারা সর্বোচ্চ শুল্কের দেশ। তাদের শুল্ক সবার চেয়ে বেশি। আমরা ভারতের সঙ্গে খুব সামান্যই ব্যবসা করি, কারণ তাদের শুল্ক এত বেশি। তিনি আরও যোগ করেন, ভারত ভাল বাণিজ্যিক অংশীদার নয়, কারণ তারা আমাদের সাথে অনেক ব্যবসা করে, কিন্তু আমরা তাদের সাথে তেমন ব্যবসা করি না। তাই আমরা ২৫% (শুল্ক) স্থির করেছিলাম, কিন্তু আমি মনে করি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমি এটি খুব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে যাচ্ছি, কারণ তারা রাশিয়ার তেল কিনছে।

যোগীরাজ্যের তীব্র সমালোচনায় সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন: বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী মন্দিরের পরিচালন ব্যবস্থা অধিগ্রহণের জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার যেভাবে অতি দ্রুততার সঙ্গে অর্ডিন্যান্স জারি করেছে, তার তীব্র সমালোচনা করল সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালত আরও বলেছে যে, যোগী সরকার মন্দির তহবিল ব্যবহারের জন্য যে গোপন পদ্ধতিতে অনুমতি চেয়েছিল, অনুমোদনযোগ্য নয়। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ যোগী সরকারের অর্ডিন্যান্সকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে করা আবেদনগুলির শুনানি করে। এই বিবাদটি বাঁকেবিহারী মন্দিরের দুই গোষ্ঠীর সেবায়েতদের মধ্যে দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য থেকে শুরু হয়েছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে এলাহাবাদ হাইকোর্ট উত্তরপ্রদেশ সরকারকে করিডর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সম্মতি দিলেও দেবতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তহবিল ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। আদালতে মন্দিরের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে উপস্থিত সিনিয়র অ্যাডভোকেট শ্যাম দিভান যুক্তি দেন যে, অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে গোস্বামীদের (যাঁরা মন্দির পরিচালনা করতেন) সরিয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ১৫ মে সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশগুলি মন্দির তহবিল ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল, তা ব্যবস্থাপনার অগোচরে পাশ করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি সূর্যকান্ত উত্তরপ্রদেশ সরকারের 'গোপন' পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন, রাজ্য সরকার যদি কোনও উন্নয়ন করতে চায়, তবে আইন মেনে চলতে কে বাধা দিচ্ছে? এটি একটি নো ম্যানস ল্যান্ড ছিল না। মন্দিরের পক্ষে কারও কথা শোনা উচিত ছিল। রাজ্য সরকার যদি স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করতে চাইত, তাহলে তাদের অবশ্যই সব পক্ষকে জানানো উচিত ছিল। বেঞ্চ প্রস্তাব দিয়েছে, তারা মন্দির তহবিল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া পূর্ববর্তী রায়টি প্রত্যাহার করতে পারে এবং অর্ডিন্যান্সের বৈধতা বিচার করার সময় মন্দিরের ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট মৌখিকভাবে জানিয়েছে, তারা অর্ডিন্যান্সকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মামলা হাইকোর্টে ফেরত পাঠাতে পারে এবং ততদিনে মন্দিরের ব্যবস্থাপনা একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির অধীনে থাকবে। আদালত আরও জানায় যে, এই এলাকার উন্নয়নের জন্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। পাশাপাশি মন্দিরের রীতিনীতিগুলি অবশ্য আগের মতোই পরিবার দ্বারা পরিচালিত হবে।

বাঁকেবিহারী মন্দির মামলা

বন্দুকবাজের হামলায় ফের রক্তাক্ত আমেরিকা

উৎসবে চলল গুলি

প্রতিবেদন: লস অ্যাঞ্জেলেসের এক ওয়ারহাউস কমপ্লেক্সে বন্দুকবাজের হামলার জেরে দু'জনের মৃত্যু। সামার ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলি এলাকায় এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই রক্তাক্ত কাণ্ড। হামলাকারীর গুলিতে অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। মার্কিন সময় অনুযায়ী, সোমবার আমেরিকার বুকে বন্দুকবাজের হামলার ঘটনায় উৎসবের পরিবেশ মুহূর্তে বদলে যায় শোকের আবহে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের বিশাল বাহিনী। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রবিবার রাতেই এক বন্দুকধারী ওই অনুষ্ঠানের মধ্যে মিশে যায়। হঠাৎ করে গুলি চলায় আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে দেন উপস্থিত দর্শকরা। ভিড়ের মধ্য থেকেই এক সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ। অবশ্য আমেরিকার মাটিতে এহেন হামলার ঘটনা প্রথমবার নয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কোনও ব্যক্তি এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদের বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রাখছে পুলিশ।

শিশুদের জন্য পালংশাক খুব উপকারী। পালংশাকে রয়েছে লুটেইন এবং জিয়াজানথিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা চোখের রেটিনাকে রক্ষা করে। খুব ছোট থেকে পালংশাক খাওয়ান সন্তানকে

শিশুর চোখের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়

জন্মের পর থেকেই শিশুর সার্বিক যত্নের পাশাপাশি চোখের যত্ন নেওয়া বাবা-মার অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু অনেক সময়ই সন্তানের চোখের সমস্যা তাঁরা বুঝতে পারেন না যা পরে গুরুতর আকার নেয়। অগাস্ট হল শিশুর চোখের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সচেতনতা মাস। শিশুর চোখ ভাল রাখবেন কীভাবে, রইল তার গাইডলাইন।

স্কুল থেকে ফিরেই কি আপনার শিশুটি বলছে চোখে ব্যথা? ক্লাসে থাকাকালীন সে কি বোর্ডে টিচারের দেওয়া লেখা খাতায় লিখে আনতে পারছে না? সারাক্ষণ মোবাইল বা ভিডিও গেম খেলছে? প্রবল আসক্তি? এখন ঘরে ঘরে স্মার্ট টিভি, স্মার্টফোন, বিশেষ করে বাচ্চা-কাচ্চাদের মনোরঞ্জনের হরেক সাধন। মাঠে-ঘাটে জলকাদায় খেলাধুলো আর কোথায়! যখন স্মার্টফোন ছিল নিছক কল্পনা। এখন আট থেকে আশি মুঠোফোনে বন্দি। আর মুঠোফোন ব্যাপক আকারে ক্ষতি করেছে শিশুদের।

সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বের যতজন শিশু দৃষ্টিজনিত ত্রুটিতে ভুগছে, করোনা-পরবর্তীতে সেই সংখ্যা প্রায় ২৫% শতাংশ বেড়ে গেছে। তার প্রধান কারণ হল, করোনাকালে গৃহবন্দি থাকায় মোবাইল ফোনই হয়ে উঠেছিল শিশুর বন্ধু, তাদের আনন্দের আর কোনও রসদ ছিল না। ফলে এই সময় তাদের স্ক্রিন টাইম দ্বিগুণ হয়েছে। আরও একটি গবেষণা বলছে, বিশ্বে প্রতি ৫০ জন শিশুর মধ্যে একজন শিশু অ্যাম্বলিওপিয়া রোগে আক্রান্ত। সচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছর অগাস্ট মাসে পালিত হয় শিশুদের চোখের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সচেতনতা মাস কারণ একটি শিশুই হল আগামীর কান্ডারি।

শিশুর চোখের বিভিন্ন সমস্যা

নবজাতক জন্মের পর শুধু আলো আর অন্ধকারের তফাত করতে পারে। সাধারণত ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে সে ভাল ভাবে দেখতে পায়। সমস্যা থাকলে তিন মাসের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এছাড়া শিশুর বয়স চার বছর হলেই তার চোখের নিয়মিত পরীক্ষা জরুরি।

যদি অ্যাম্বলিওপিয়া, গ্লুকোমার মতো কিছু রোগ থাকে বুঝতে হবে এগুলো বংশগত। পরিবারে আগে কারও চোখের সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আগে থেকেই স্ক্রিনিং শুরু করুন এবং লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতন হন।

▶ **শুষ্ক চোখ** : এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ল্যাক্রিমাল ফ্লুইড (lacrimal fluid) তৈরি না হলে এই রোগ হয়, যা চোখের শুষ্কতা ও অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

▶ **ছানি** : ছোটদের ছানি যাকে শৈশবের ছানিও বলে। চোখের লেন্স ঘোলা বা মেঘলা হয়ে যাওয়া। এটা শিশুর অন্ধত্বের কারণও হতে পারে।

▶ **অ্যাম্বলিওপিয়া** : এটিকে অলস চোখও বলা হয়, এক্ষেত্রে একটা চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয় না।

▶ **স্ট্র্যাবিসমাস** : ক্রসড আই, যাকে স্ট্র্যাবিসমাসও বলা হয়, এক্ষেত্রে দুটো চোখ সঠিকভাবে সারিবদ্ধ হয় না এবং ভিন্ন দিকে দৃষ্টি চলে যায়। কিছু শিশু এই রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

▶ **কনজাংটিভাইটিস** : এক্ষেত্রে চোখের রং লাল হয় এবং চোখ চুলকায়। চোখে জল পড়ে। এটি মূলত ভাইরাস এবং ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ যা ছোঁয়াচে।

▶ **অঞ্জনি** : অঞ্জনি সাধারণত স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস (Staphylococcus aureus) নামের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের কারণে হয়। এর ফলে চোখের পাতায় গুটির মতো দানা ওঠে। এতে চোখে ব্যথা হয় এবং পুঁজও হয়।

▶ **অশ্রুগ্রন্থি বন্ধ** : চোখের অশ্রুগ্রন্থি বন্ধ হয়ে থাকা শিশুর চোখের একটি বড় ধরনের সমস্যা। কিছু শিশু এই ভাবেই ভূমিষ্ঠ হয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চোখের কিছু মাসাজ রয়েছে যা বন্ধ অশ্রুগ্রন্থি খুলতে সাহায্য করে।

▶ **রাতকানা রোগ** : ভিটামিন এ-র অভাবে এই রোগ হয়, যা শিশুদের রাতের বেলায় দেখতে অসুবিধা সৃষ্টি করে।

▶ **মায়োপিয়া** : শিশুদের মধ্যে মায়োপিয়া বা ক্ষীণ দৃষ্টি একটি সাধারণ সমস্যা, যা চশমা বা কন্টাক্ট লেন্সের মাধ্যমে সংশোধন করা যায়।

▶ **সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার** : এটি চোখের আকারের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সমস্যা, যেখানে অক্ষরগুলো বিকৃত দেখায়। শিশু বয়সেই আসতে পারে এই পাওয়ার।

এছাড়া চোখের পাতা না খোলা শিশুর চোখের একটি সাধারণ সমস্যা। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে চোখের মণি ঠিক জায়গায় থাকে না। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

শিশুর চোখ সুরক্ষিত রাখতে

■ কম বয়স থেকেই শিশুর নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করা দরকার। ছ'মাস বয়সে বাচ্চাকে প্রথম চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এরপর প্রতি বছর পুনরাবৃত্তি করুন : ৬ মাস পর, ৩ বছর পর, স্কুলের আগে এবং তারপর বছরে একবার এইভাবে। শুরুতেই শনাক্ত হলে দৃষ্টির সমস্যা প্রতিরোধ করে।

■ অনেক অভিভাবকই আছেন ল্যাপটপ বা মোবাইলে কার্টুন বা অন্য কিছু চালিয়ে শিশুদের শান্ত রাখার চেষ্টা করেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার বা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকলে তাদের চোখের উপর চাপ পড়ে। চিকিৎসকেরা বলছেন, চোখের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যায়।

■ এই একই কারণে চোখ লাল হয় কিংবা কখনও কখনও চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে। অনেক সময়ই বাচ্চা দূরের জিনিস দেখতে পায় না। কিন্তু বাবা-মা সেটা বোঝেন না। শিশুর যদি মাথাব্যথা করে তবে দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধে হচ্ছে কি না জানতে চান, প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। স্ক্রিন টাইম না রেখে বাইরে শিশুর খেলাধুলো অভ্যেস করুন।

■ ভিটামিন এ, সি, ই, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, লুটেইন এবং জ়িঙ্ক চোখের জন্য ভাল। শিশুদের খাদ্যতালিকায় এই উপাদানে সমৃদ্ধ খাবার রাখুন, যেমন— গাজর, লেবু, স্ট্রবেরি, বেলপেপার, সামুদ্রিক মাছ, ডিম, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

■ সঠিক স্ক্রিন টাইম এবং ঘুম সময়মতো করানোর অভ্যাস করুন। স্ক্রিনে নীল আলোর ফিল্টার ব্যবহার করুন। দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করার জন্য স্ক্রিনের সময়সীমা নির্ধারণ করুন, ঘুম যেন পর্যাপ্ত হয়।

■ প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই চোখ ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে। চোখে

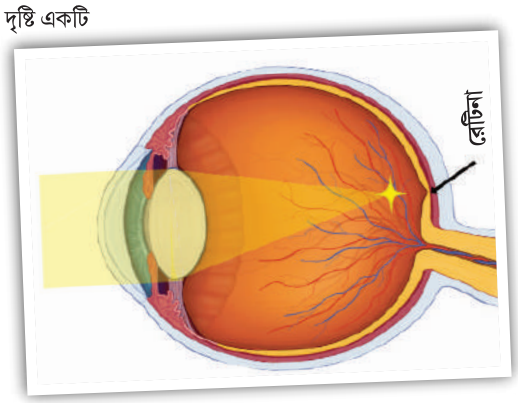

অযথা হাত দেওয়া, চোখ কচলালে সমস্যা বাড়বে।

■ খেলার সময় শিশুর চোখ সুরক্ষিত রাখতে পাওয়ার লেস চশমা এবং ১০০% ইউভি প্রোটেক্টেড সানগ্লাস দিন।

■ খেলার ছলে শিশুকে চোখের ব্যায়াম করতে শেখান। বারবার চোখের পাতা ফেলা ভাল। এতে চোখ শুষ্ক হয় না, চোখের মণি ঘোরানো, দু'হাতের পাতা ঘষে গরম করে সেই ভাপ চোখে নেওয়া কিংবা একবার দূরের জিনিস দেখা, আবার পরক্ষণেই কাছের জিনিস দেখা ইত্যাদি ব্যায়ামে চোখের পেশি মজবুত হয়।

মাঠে ময়দানে
6 August, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বেন স্টোকস খেললে ওভাল টেস্ট ইংল্যান্ডই জিতত, দাবি মাইকেল ভনের

বিরাট-রোহিত নিয়ে বৈঠকের পথে বোর্ড

মুম্বই, ৫ অগাস্ট : ইংল্যান্ড সফরের আগে মাত্র সাতদিনের ব্যবধানে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছিল ক্রিকেটমহল। দুই মহাতারকার আচমকা অবসর ঘোষণা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। তরুণ শুভমন গিলের হাতে টেস্টের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়ার পর আশা-আশঙ্কার দোলাচলে ছিল সবাই। কিন্তু দুরন্ত কামব্যাকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ ড্র করে অঙ্ক বদলে দিয়েছেন শুভমন। জোর চর্চা শুরু হয়েছে, এবার কি তবে ওয়ান ডে দলের নেতৃত্বভারও তুলে দেওয়া হবে গিলের কাঁধে? জানা গিয়েছে, ২০২৭ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বিরাট ও রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় বসতে পারে বিসিসিআই। প্রয়োজনে দুই মহাতারকার সঙ্গে কথাও বলতে চায় বোর্ড।

বোর্ডের এক সূত্র সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, বিশ্বকাপের এখনও দু'বছর বাকি। বিরাট ও রোহিত, দু'জনেই তখন ৪০-এর কাছে পৌঁছে যাবে। তাই আমাদের এখন থেকেই একটা পরিষ্কার পরিকল্পনা করতে হবে। কারণ, আমরা শেষ ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জিতেছি ২০১১ সালে। আগামী দেড়-দু'বছরে নতুনদেরও দেখে নিতে হবে।

বোর্ডের ওই সূত্র আরও বলেছেন, সাদা বলের ক্রিকেটে রোহিত ও বিরাটের অবদান বিশাল। ওরা সব কিছুই অর্জন করেছে। আমরা ওদের উপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। কিন্তু আসন্ন ওয়ান ডে সিরিজ বা টুর্নামেন্টের আগে সৎ এবং পেশাদারভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদেরও জানতে হবে শারীরিক ও মানসিকভাবে ওরা ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে, অথবা পরের বিশ্বকাপ নিয়ে ওদের পরিকল্পনা কী! দু'জনের মতামতও গুরুত্বপূর্ণ।

জোড়া শহরে এশিয়া কাপ

এনসিএ-তে সূর্য

মুম্বই, ৫ অগাস্ট : যাবতীয় জটিলতা কাটিয়ে সেপ্টেম্বরেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এশিয়া কাপ হবে, এটা আগেই নিশ্চিত করেছিল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। এবার এসিসি-র তরফে সরকারিভাবে ম্যাচ ভেনুও ঘোষণা করা হল। শারজায় হবে না ম্যাচ। দুবাই এবং আবু ধাবিতে হবে ম্যাচগুলি। ভারতীয় দর্শক এবং প্রাইম টাইম মাথায় রেখে ম্যাচ শুরু হবে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭.৩০ থেকে। ১৯ দিনের টুর্নামেন্টে টি-২০ ফরম্যাটে ১৯টি ম্যাচ হবে। ৯ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর হবে প্রতিযোগিতা। ১০ সেপ্টেম্বর আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করবে ভারত। ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে খেলবেন শুভমন গিলরা। সুপার ফোরে ফের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের সাক্ষাৎ হতে পারে ২১ সেপ্টেম্বর। তবে টুর্নামেন্টে ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে কোনও জটিলতা তৈরি হয়নি। এদিকে, ভারতীয় টি-২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এনসিএ-তে রিহ্যাব শুরু করেছেন। হার্নিয়া অস্ত্রোপচার হয়েছিল তাঁর।

আমার দেখা সেরা সিরিজ : ম্যাকালাম

লন্ডন, ৫ অগাস্ট : সদ্যসমাপ্ত ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজকে তাঁর দেখা সেরা পাঁচ টেস্টের সিরিজ বলে চিহ্নিত করছেন ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। এই সিরিজের পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ পাঁচ দিনে গড়িয়েছে। যা টেস্ট ক্রিকেটের সেরা বিজ্ঞাপন বলে মনে করছেন বেন স্টোকসদের কোচ।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ম্যাকালাম বলেছেন, আমার দেখা এবং অংশ নেওয়া পাঁচ টেস্টের সিরিজগুলোর মধ্যে এটাই সেরা। ছ'সপ্তাহ ধরে ২২ গজে উত্তেজক লড়াই হয়েছে। সর্বোচ্চ মানের ক্রিকেট খেলেছে দুটো দল। একে অন্যকে সম্মান যেমন করেছে, তেমন লড়াইও হয়েছে। কখনও চাপের মুখে কোনও দল ভেঙে পড়েছে। আবার কখনও চাপের মুখে সেরাটা দিয়েছে। বন্ধুত্ব ও লড়াই দুটো দেখা গিয়েছে। একটা সিরিজে এর থেকে বেশি আর কী আশা করা যেতে পারে! আমার মতে, ২-২ সিরিজের সেরা ফল।

ইংল্যান্ড কোচ আরও বলেন, সিরিজ শুরু হওয়ার আগেই জানতাম, কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে আমরা পড়তে চলেছি। জানতাম, ভারতীয়রা আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির কড়া পরীক্ষা নেবে। সিরাজ যখন ওভালে শেষ উইকেট নিল, প্রচণ্ড হতাশ হয়েছিলাম। পাশাপাশি ওকে অভিনন্দনও জানিয়েছি। ও যা করেছে, তা কল্পনাও করা যায় না। ম্যাকালামের সংযোজন, পুরো সিরিজে দুটো দলের সামনেই অনেক সুযোগ এসেছিল। হেডিংলে ও লর্ডসে ভারত জিততে পারত। সেখানে আমরা জয় ছিনিয়ে নিয়েছি। ওভালে ভারতীয়রা আমাদের মুঠো থেকে জয় ছিনিয়ে নিল। এটাই তো টেস্ট ক্রিকেট।

এদিকে, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার দীনেশ কার্তিক আবার জানিয়েছেন, শুভমন গিলকে সিরিজের সেরা হিসাবে শুরুতে বাছলেও, পরে এই পুরস্কার ম্যাকালাম দিতে চেয়েছিলেন সিরাজকে। কার্তিকের বক্তব্য, চতুর্থ দিনের পর সিরিজের সেরা হিসাবে শুভমনের নাম জানিয়েছিলেন ম্যাকালাম। কিন্তু শেষ দিনে সিদ্ধান্ত বদলে সিরাজকে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত করেন ম্যাকালাম। কিন্তু ততক্ষণে মাইক আথারটন শুভমনের জন্য সব প্রশ্ন তৈরি করে ফেলেছিলেন। তাই সিদ্ধান্ত বদলানো যায়নি।

নাম প্রত্যাহার জকোভিচের

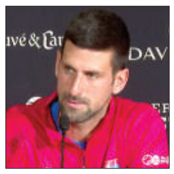

সিনসিনাটি ৫ অগাস্ট : টরোন্টোর পর এবার সিনসিনাটি! আরও একটি এটিপি টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ালেন নোভাক জকোভিচ। আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে সিনসিনাটি ওপেন। কিন্তু তিনবারের চ্যাম্পিয়ন জকোভিচ টুর্নামেন্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। ৩৮ বছর বয়সি সার্ব টেনিস তারকার তরফ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কোনও চোট সমস্যা নয়, নিছকই বিশ্রামের জন্য এই সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, উইম্বলডনের সেমিফাইনালে জানিক সিনারের কাছে হারের পর থেকে আর কোনও টুর্নামেন্ট খেলেননি জকোভিচ। জানা গিয়েছে, টানা বিশ্রাম নিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি তরতাজা হয়েই ইউএস ওপেন খেলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

নেতা হরমনপ্রীত

নয়াদিল্লি : চলতি মাসে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে ভারতীয় হকি দল। আর এই সফরে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন ড্র্যাগ ফ্লিকার হরমনপ্রীত সিং। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চারটি ম্যাচ খেলবেন হরমনপ্রীতরা। প্রথম ম্যাচ ১৫ অগাস্ট পারথে। ২৯ অগাস্ট ভারতে শুরু হবে এশিয়া কাপ হকি। সেই টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি নিতেই অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে ভারত।

উইম্বলডনের অর্থ স্কুলে দান সিনারের

টাইরল (অস্ট্রিয়া), ৫ অগাস্ট : নজির তৈরি করলেন জানি সিনার। বিশ্বের এক নম্বর পুরুষ খেলোয়াড় সিনার এ বছরই প্রথমবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। আর উইম্বলডন জিতে যে প্রাইজমানি পেয়েছিলেন, তা তিনি দান করেছেন অস্ট্রিয়ার একটি ছোট্ট প্রাইমারি স্কুলের তহবিলে। অঙ্কটা নেহাত কম নয়, ৪৫ মিলিয়ন ইউরো!

অস্ট্রিয়ার টাইরল পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই প্রাইমারি স্কুলে যাতে স্থানীয় শিশুরা আরও ভাল করে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, তার জন্যই সিনারের এই উদ্যোগ। এর পাশাপাশি ২৩ বছর বয়সি ইতালীয় টেনিস তারকা এই শিশু পড়ুয়াদের জন্য বার্তাও দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন, এখানেই প্রতিটি সাফল্যের শুরুটা হয়ে থাকে। সিনারের এই মহৎ উদ্যোগ সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। উইম্বলডন জেতার পর অবশ্য এখনও পর্যন্ত কোনও টুর্নামেন্টে অংশ নেননি সিনার। তাঁর সামনে এবার ইউএস ওপেন। যা শুরু হচ্ছে চলতি মাসে। এই বছর ইতিমধ্যেই দু'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন) জিতেছেন সিনার। এবার তাঁর লক্ষ্য, মরশুমের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়। তবে তার জন্য সিনারকে লড়তে হবে কার্লোস আলকারেজ ও নোভাক জকোভিচের মতো তারকাদের সঙ্গে। প্রসঙ্গত, আলকারেজকে ফাইনালে হারিয়েই উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সিনার।

সেনা জওয়ানরা তো অভিযোগ করেন না

ওয়ার্কলোড নিয়ে ফের সরব সানি

লন্ডন, ৫ অগাস্ট : ওভালে ভারতের রূপকথার জয়ের পর মাঠেই 'মেরে দেশকে ধরতি' গেয়ে উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। গানের তালে তালে পা মিলিয়ে নেচেও ছিলেন। সেই উচ্ছ্বাসের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে সরব হলেন সুনীল গাভাসকর! কিংবদন্তি ওপেনারের সাফ কথা, এই থিওরিকে ভুল প্রমাণ করেছেন মহম্মদ সিরাজ। দেশের প্রতি কর্তব্যবোধই একজন খেলোয়াড়ের প্রধান গুণ হওয়া উচিত।

সানির বক্তব্য, আমি বহুদিন ধরেই বলে আসছি, এই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট শব্দটা যেন ভারতীয় ক্রিকেটের অভিধান থেকে মুছে দেওয়া হয়। সিরাজ এই সিরিজে পাঁচটি টেস্টেই নিজেকে নিংড়ে দিয়েছে। প্রতিটি টেস্টে ৬ থেকে ৮ ওভারের স্পেল করে গিয়েছে। কারণ ওর কাছ থেকে অধিনায়ক ও দেশ এটাই চেয়েছিল। প্রসঙ্গত, গোটা সিরিজে ১৮৫.৩ ওভার বল করেছেন সিরাজ। যা দু'দলের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। উইকেট নিয়েছেন ২৩টি।

গাভাসকরের বক্তব্য, এটা শারীরিক নয়, মানসিক ব্যাপার। খেলোয়াড়দের মাথায় এটা ঢুকিয়ে দিতে হবে, তুমি যখন দেশের হয়ে খেলছো, তখন ছোটখাটো যন্ত্রণা উপেক্ষা করতেই হবে। কারণ তোমরা যখন দেশের জার্সি গায়ে চাপিয়ে মাঠে নামো, তখন সেটা আর শুধু খেলা থাকে না। একশো চল্লিশ কোটি মানুষের সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সানির সংযোজন, আমাদের সেনা জওয়ানরা কি কোনও অভিযোগ করেন? যখন তাঁদের প্রবল ঠান্ডার মধ্যে কাজ করতে হয়। তাঁরা তো দেশের জন্য জীবন দিতেও তৈরি থাকেন। তোমাকেও একই মানসিকতা নিয়ে নামতে হবে। দেশের জন্য সেরাটা দিতে হবে। ঋষভ পন্থ কী শেখাল? ভাঙা পা নিয়ে ব্যাট করতে নেমেছিল! এমন মানসিকতাই দলে দরকার। সিরাজকে দেখো, কীভাবে পাঁচটা টেস্টে টানা বল করে গেল। দেশের হয়ে খেলাটা গর্বের। একে হালকাভাবে নিও না।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত মুম্বই সিটি এফসির প্রাক্তন পর্তুগিজ কোচ জর্জ কোস্তা

নামধারীকে সমীহ ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন : সাউথ ইউনাইটেডকে পাঁচ গোল দিয়ে ডুরান্ড কাপে অভিযান শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। বুধবার যুবভারতীতে গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে অস্কার ব্রুজোর দল। সামনে আই লিগের ক্লাব নামধারী এফসি। বিদেশি সমৃদ্ধ নামধারী গত মরশুমে আই লিগে ১২ দলের মধ্যে ৭ নম্বরে শেষ করেছে। পাঞ্জাবের দলটি কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে বাকিদের। লড়াকু নামধারীকে সমীহ করেই নক আউটে চোখ ইস্টবেঙ্গলের।

গ্রুপ 'এ'-তে দুই ম্যাচ খেলে দু'টিতেই জিতে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে নামধারি। ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট তাদের। ইস্টবেঙ্গল এক ম্যাচ জিতে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে। ফলে এই ম্যাচ জিতলেই ৬ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলবে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

নামধারী ম্যাচের প্রস্তুতি দিয়ামানতাকোস, রশিদ ও নুঙ্গার।

ম্যাচের আগের দিন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার বললেন, নামধারী লড়াকু দল। দুই ম্যাচ জিতে ৬ পয়েন্ট তাদের। ওরাও বিদেশি নিয়ে খেলবে। আই লিগে ভাল খেলেছে। শুরুর দিকে নামধারী লিগের শীর্ষেও ছিল। এই ম্যাচটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জিতলে অঙ্কের বিচারে ডুরান্ডের নক আউটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করব আমরা।

প্রথম ম্যাচের পর অনেকটা সময় পাওয়ায় নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। পি ভি বিষ্ণু ছাড়া বাকি সবাইকেই পাচ্ছেন অস্কার। প্রথম ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পাওয়া বিষ্ণু এখনও পুরো সুস্থ নন। আরও দিন তিনেক পর অনুশীলনে নামবেন কেরালাইট উইঙ্গার। তবে স্বস্তির ব্যাপার, চোটমুক্ত সৌভিক চক্রবর্তী ফিরছেন। মিগুয়েল দামাসিনো, কেভিন সিবিল্লে, হামিদ, রশিদ, দিয়ামানতাকোস, সাউল ক্রেসপো—ছয় বিদেশিই খেলার জন্য তৈরি। তাই চার বিদেশি-সহ প্রায় পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই নামছে ইস্টবেঙ্গল।

অস্কার বললেন, বিষ্ণু ছাড়া বাকিরা ফিট। সৌভিকও গেম টাইম পাবে। প্রথম ম্যাচের পর ফুটবলাররা ভাল অনুশীলন করেছে। আরও ভালভাবে তৈরি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের দলের গভীরতা রয়েছে। আশা করি, ৯০ মিনিটে আমরা প্রভাব ফেলতে পারব।

আজ ফের লিগে ডায়মন্ড হারবার

প্রতিবেদন : ডুরান্ডের মধ্যে বুধবার ফের কলকাতা লিগের ম্যাচ খেলতে নামছে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব। নৈহাটি স্টেডিয়ামে তাদের সামনে এবার পিয়ারলেস। আগের ম্যাচে যারা মহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে দিয়েছে। গ্রুপ 'বি'-তে ডায়মন্ড হারবার ৬ ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে। পিয়ারলেস এক ম্যাচ বেশি খেলে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে। তবে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব কলকাতা লিগে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত। আই লিগকে সামনে রেখে ডুরান্ড কাপকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে ডায়মন্ড হারবার। তাই সিনিয়রদের কিবু ভিকুনার দল ডুরান্ডেই খেলাচ্ছে। জুনিয়র এবং রিজার্ভ প্লেয়ারদের ঘরোয়া লিগে খেলিয়ে তৈরি করে নিচ্ছে ডায়মন্ড হারবার। লিগের ম্যাচে নয়ন টুডু, বিশাল দাস, আকাশ হেমব্রম, দিলীপ ওরাওঁ, সাইরুয়াত কিমা, জয়দীপ সিংরা ভরসা দিচ্ছেন দলকে। কোচ কিবুও একান্ত প্রয়োজন না হলে লিগের ম্যাচে সিনিয়রদের খেলাতে চান না।

পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে লড়াইটা অবশ্য কঠিন হতে যাচ্ছে ডায়মন্ড হারবারের। ছ'বছর আগে কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পিয়ারলেস। এই বছরও তারা সুপার সিক্সের দৌড়ে রয়েছে। ডায়মন্ড হারবারও লিগে এখনও পর্যন্ত মসৃণ গতিতে ছুটছে। পিয়ারলেসের বিরুদ্ধেও জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে অপরাজিত তকমা ধরে রাখাই লক্ষ্য ডায়মন্ড হারবারের।

চোট আপুইয়ার, মাঠে জেমি-কামিন্স

১৩ অগাস্ট লিগের ম্যাচ ক্লাব মাঠে

প্র্যাকটিসে যোগ দিলেন ম্যাকলারেন ও কামিন্স। মঙ্গলবার ক্লাব মাঠে।

প্রতিবেদন : জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্সের মাঠে নামার দিন আপুইয়ার চোট উদ্বেগ বাড়াল মোহনবাগানে। মঙ্গলবার বিকেলে ক্লাব মাঠে চোট পান সবুজ-মেরুনের মিজো তারকা মিডফিল্ডার। এমনিতেই ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় বিএসএফের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি আপুইয়া। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিরুদ্ধে ডুরান্ডে কঠিন ম্যাচে তাঁকে দলে দরকার। মিজো ফুটবলারের চোটে অস্বস্তি বাড়ল কোচ জোসে মোলিনার। তবে ডুরান্ডে পরপর দুই জয়ের পর কামিন্স ও ম্যাকলারেনের যোগদানে বাগানে বসন্তের হাওয়া। শনিবার ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিরুদ্ধে ডুরান্ডের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুই অস্ট্রেলীয় তারকাকে খেলাতে পারেন মোলিনা।

সোমবার মধ্য রাতেও দুই অস্ট্রেলীয় তারকাকে ঘিরে সমর্থকদের তুমুল উচ্ছ্বাস। অত রাতেও জেমি ও কামিন্সকে ভক্তদের ভালবাসার অত্যাচার সামলাতে হয়। নতুন মরশুমেও দুই তারকার কাছে গোলের আবদার ও ট্রফি জেতানোর আবদার করেন সমর্থকরা। অত রাতে শহরে এসেও বিকেলে মোহনবাগান মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়েন সবুজ-মেরুনের দুই অস্ট্রেলীয় হার্টথ্রব। কামিন্স ও ম্যাকলারেন চুটিয়ে অনুশীলন করেন। দু'জনেই ফিট রয়েছেন। এদিকে, আগামী ১৩ অগাস্ট ময়দানে ফিরছে কলকাতা লিগের ম্যাচ। সেদিন মেসারার্সের বিরুদ্ধে নিজেদের মাঠে খেলবে মোহনবাগান।

সিএবি সভাপতি হয়তো সৌরভ

বর্ষসেরা সুদীপ, জীবনকৃতি অরূপকে

প্রতিবেদন : ফের ক্রিকেট প্রশাসনে ফিরছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আবারও সিএবি সভাপতি হওয়ার পথে প্রাক্তন বিসিসিআই প্রধান। ২০ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভা। নির্বাচনী হাওয়ার মধ্যেই মঙ্গলবার সিএবি-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সৌরভ বলেন, আমি এবার সিএবি সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেব।

সৌরভের এবার সিএবি সভাপতি পদে লড়াটা আগেই কার্যত নিশ্চিত ছিল। তবে কিছুটা যদি-কিন্তু থাকছেই। কারণ, তিন বছর আগেও তিনি জানিয়েছিলেন, সভাপতি পদে লড়বেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে জায়গা ছেড়ে দেন। এবার কী হয় সেটাই দেখার।

সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৩০ অগাস্ট। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যুবরাজ সিং ও হরভজন সিংকে। জীবনকৃতি পুরস্কার দেওয়া হবে প্রাক্তন ক্রিকেটার অরূপ ভট্টাচার্য ও শ্যামা সাউকে। বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পাচ্ছেন সুদীপ ঘরামি। মেয়েদের বিভাগে এই পুরস্কার পাচ্ছেন তনুশ্রী সরকার। এদিন সিদ্ধান্ত হয়েছে, ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুরের মধ্যে লিগ ম্যাচ বিতর্কের জেরে দু'দলের চারজন করে ক্রিকেটারকে নির্বাসিত করা হয়েছে। আসন্ন মরশুমে লিগে চারটি ম্যাচে তাঁরা খেলতে পারবেন না।

মাঠের বাইরে মেসি

ফ্লোরিডা, ৫ অগাস্ট : আশঙ্কাই সত্যি হল। ২-৩ সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন লিওনেল মেসি। রবিবার লিগস কাপে মেক্সিকোর ক্লাব নেকাক্সার বিরুদ্ধে ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান মেসি। যার জেরে ম্যাচের ১১ মিনিটেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। স্ক্যান রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর জানা গিয়েছে, মেসির ডান পায়ের পেশিতে হালকা চোট লেগেছে। ইন্টার মায়ামি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ফিট হয়ে তিনি কবে মাঠে ফিরবেন, সেটা বলা সম্ভব নয়। পুরোটাই নির্ভর করছে চিকিৎসায় মেসির শরীর কতটা সাড়া দেয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই ধরনের চোট সারাতে সাধারণত এক থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগে।

বৈঠকে হয়তো তিন প্রধানও

প্রতিবেদন : আইএসএলের অনিশ্চয়তা নিয়ে বৃহস্পতিবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ডাকা বৈঠকে থাকতে পারেন কলকাতার তিন প্রধানের সিইও। সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে প্রথমে আইএসএলের সাতটি ক্লাব ফেডারেশনের সঙ্গে আলোচনা চেয়ে চিঠি দিয়েছিল। সেই চিঠিতে সই ছিল না তিন প্রধানের। কিন্তু সিইওদের বৈঠকে থাকতে পারে তিন প্রধান। ফেডারেশনের তরফে চিঠি এসে পৌঁছেছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানের কাছেও। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত বৈঠকে থাকা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তবে মহামেডানের সিইও বৈঠকে থাকছেন। সূত্রের খবর, দুই প্রধান বুধবার এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

জোড়া গোল নেইমারের

সাও পাওলো, ৫ অগাস্ট : সাও পাওলোর মরুম্বি স্টেডিয়ামে তাঁকে দেখতেই হাজির ছিলেন কার্লো আনচেলোত্তির কোচিং স্টাফের দুই সদস্য রডরিগো কায়তানো ও ক্রিস্টিয়ানো নুনেজ। হতাশ করলেন না নেইমার দ্য সিলভা। জোড়া গোল করে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের দাবিটা আরও জোরালো করলেন ব্রাজিলীয় তারকা।

মূলত নেইমারের দাপটেই স্যান্টোস ৩-১ গোলে হারিয়েছে প্রতিপক্ষ জুভেন্তেদকে। ৩৮ হাজার দর্শকের সামনে ৩৭ মিনিটে প্রথম গোল করেন নেইমার। প্রতিপক্ষ গোলকিপারের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা বল জালে জড়ান তিনি। তিন মিনিট পরেই স্যান্টোসকে ২-০ গোলে এগিয়ে দিয়েছিলেন আলভারো ব্যারেয়াল।

গোলের পর নেইমারের উচ্ছ্বাস। জাতীয় দলে ফেরার দাবি জোরালো হল।

তবে প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে জুভেন্তেদের হয়ে ব্যবধান কমান উইলকার অ্যাঞ্জেল।

যদিও ৮০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় তথা দলের তিন নম্বর গোলটি করে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন নেইমার। গত ফেব্রুয়ারিতে স্যান্টোসে ফেরার পর থেকে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ১৭ ম্যাচে ৬টি গোল করে ফেললেন নেইমার। সবথেকে বড় কথা, শেষ কয়েকটি ম্যাচে নব্বই মিনিট মাঠে ছিলেন। যা তাঁর শারীরিক ফিটনেসের প্রমাণ।

মাঠে ময়দানে
6 August, 2025 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওভাল জয়ের স্মারক, শুভমন গিলের জার্সিতে সই করলেন সব ভারতীয় ক্রিকেটার

লাল বলে এই দাপট ধরে রাখতে হবে

লন্ডন, ৫ অগাস্ট : ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের হাতে হোয়াইটওয়াশ! অস্ট্রেলিয়া সফরেও ১-৩ ব্যবধানে হার। এরপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও সিরিজ হারলে, প্রবল চাপে পড়তেন গৌতম গম্ভীর। ওই পরিস্থিতিতে সিরিজ ২-২ ড্র হওয়াতে কিছুটা বাড়তি অক্সিজেন পেয়ে গেলেন তিনি।

ওভালে অবিশ্বাস্য জয়ের পর ড্রেসিংরুমে দলের বাকি কোচিং স্টাফদের সঙ্গে উৎসবে মাতলেও, শুভমন গিলদের কোচ নিজেকে কিছুটা আড়ালেই রেখেছিলেন। খেলা শেষ হওয়ার শুভমনকে জড়িয়ে ধরে গম্ভীরের উল্লাস অবশ্য স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন যুগের সূচনার। কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকে আসেননি টিম ইন্ডিয়ার কোচ। শুভমনের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন মহম্মদ সিরাজকে। তবে সোমবার গভীর রাতে সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের প্রথম প্রতিক্রিয়া দেন গম্ভীর। তিনি লেখেন, আমরা কিছু ম্যাচ জিতব, কিছু হারব। কিন্তু আমরা কখনও আত্মসমর্পণ করব না। শাবাশ ক্রিকেটাররা।

রেজাল্ট নয়, তাঁর কাছে যে লড়াইটাই আসল, সেটা নিজের বার্তায় পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন গম্ভীর। ক্রিকেটারদের হার না মানা মনোভাবে তিনি যে খুশি, সেটাও গোপন করেননি। পরে ড্রেসিংরুমে নিজের ভাষণে গম্ভীর গোটা দলের উদ্দেশ্যে বলেন, যেভাবে আমরা সিরিজটা ২-২ ড্র করলাম, সেটা অসাধারণ

ড্রেসিংরুমে শুভমনদের বার্তা গম্ভীরের

ওভাল টেস্ট জয়ের পর টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে বক্তব্য পেশ করছেন কোচ গৌতম গম্ভীর।

ফলাফল। সবাইকে অভিনন্দন। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমাদের পারফরম্যান্স ধারাবাহিকভাবে ভাল হয়েছে। প্রত্যেকে কঠোর পরিশ্রম করেছে। ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করেছে। এভাবে চালিয়ে যেতে পারলে, আমরা টেস্ট ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ধরে দাপট দেখাতে পারব। অনেকে আসবে, যাবে। কিন্তু ড্রেসিংরুমের এই সংস্কৃতি, এই মানসিকতা ধরে রাখতে হবে। যাতে সবাই এই সংস্কৃতির অংশ হতে চায়। আমরা তেমনই একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাই। সবার জন্য শুভকামনা। এই সময়টা নিজেদের মতো করে উপভোগ করো। আপাতত দিন দুয়েকের বিরতি।

ভাষণ শেষ হতেই গম্ভীর ডেকে নেন রবীন্দ্র জাদেজাকে। জাদেজা সবার মাঝে এসে ডাকেন ওয়াশিংটন সুন্দরকে। তরুণ অলরাউন্ডের গলায় পরিয়ে দেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজের পদক। উচ্ছ্বসিত ওয়াশিংটনের বক্তব্য, এটা আমার কাছে আশীর্বাদের মতো। এই সফরে চারটে ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছি। দলের জন্য নিজের সেরাটা দিতে চেয়েছি সব সময়। আমি একা নই, প্রত্যেকে নিজেদের সেরাটা দিয়েছে। সবাই মিলে একজোট হয়ে লড়াই করেছি।

মঙ্গলবার বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওতে ফের মুখ খুলেছেন গম্ভীর। তাঁর সোজাসাপটা বক্তব্য, ব্যক্তি নির্ভরতা নয়। দলগত প্রচেষ্টাই হল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটাই একটা টেস্ট টিমের দর্শন হওয়া উচিত। যেভাবে ছেলেরা গোটা সিরিজে লড়াই করেছে, তাতে কোচ হিসাবে আমি গর্বিত। সব সময় বিশ্বাস করেছি, আপনার যা প্রাপ্য, সেটা আপনি পাবেনই। তবে শুধু চাইলেই হবে না। আপনাকে সেটা লড়াই করে অর্জন করতে হবে। ছেলেরা লড়াইয়ের পুরস্কার পেয়েছে। এটা ওদের প্রাপ্য ছিল।

সিরিজ সিরাজেরই, বলে দিলেন নাসের

লন্ডন, ৫ অগাস্ট : ভারতীয় ক্রিকেটার এবং সমর্থকদের কাছে প্রিয় 'মিঞাভাই'। কিন্তু ইংল্যান্ডের কাছে তিনি এখন 'রাগী যুবক'। ওভালে মহম্মদ সিরাজের ভয়ঙ্কর বোলিংয়ের সামনে হার মানতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। শুধু শেষ টেস্টেই নয়, সিরিজের পাঁচটি টেস্টেই ধারাবাহিকতা দেখিয়ে জসপ্রীত বুমরার ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছেন ভারতীয় পেসার। সিরাজকে নতুন নামে ডাকছেন এখন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। সেই নাম ফাঁস করেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেন।

ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় একটি সংবাদপত্রে নিজের কলামে নাসের লিখেছন, ইংলিশ ক্রিকেটাররা সিরাজকে মিস্টার অ্যাংরি (রাগী মানুষ) বলে ডাকছে। আসলে সিরিজটা সিরাজের। সিরিজ জুড়ে ওর বেশ কিছু মুহূর্ত রয়েছে। লর্ডসে জয়ের কাছে এসেও ওভাবে আউট হওয়ার পর হতাশায় পিচেই হাঁটু মুড়ে বসে থেকেছে। প্রতিটি উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস, আগ্রাসন দেখিয়েছে। আবার রিভিউ অসফল হলে হতাশা প্রকাশ করেছে। সিরাজের এই মুহূর্তগুলোই ছিল সিরিজের প্রাণ। ভারত দুটো টেস্ট জিতেছে বুমরাকে ছাড়াই। এর কারণ একজনই, মহম্মদ সিরাজ।

বেন স্টোকসদের কাছে 'রাগী মানুষ' হলেও নাসেরের কাছে সিরাজ একটি দুর্দান্ত চরিত্র। নাসের কলামে লিখেছেন, সিরাজ এমন একজন ক্রিকেটার যে মাঠে নিজেকে উজাড় করে দেয়। তার আবেগ রয়েছে, সে বিনোদন দেয়, কখনও সে খলনায়ক, আবার নায়ক হয়ে যায়। কিছুটা শেন ওয়ার্নের মতো। তাই মানুষের ভালবাসা, ঘৃণা দুটোই তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে। কিন্তু এটাও ঠিক, সবসময় মুখে হাসিটাও লেগে থাকে।

নাসেরের সংযোজন, ওভালে শেষ দিনে শুরুতেই জেমি স্মিথকে আউট করে বড় ধাক্কা দিয়েছে সিরাজ। চাপের মুখেও ভাল বল করেছে। শুভমনের সঙ্গে পরিকল্পনা করেছে এবং সেটা কাজে লাগিয়েছে। একটু এদিক-ওদিক হলে খলনায়ক করা হত। কিন্তু ও নায়ক হয়ে গিয়েছে। এই সিরিজ টেস্টের মান অনেক উঁচুতে নিয়ে গিয়েছে।

কঠিন সময়ে পরিবার পাশেই ছিল : রাহুল

লন্ডন, ৫ অগাস্ট : ইংল্যান্ড সিরিজ নতুন করে চিনিয়েছে কে এল রাহুলকে। ডানহাতি কর্নাটকি ওপেনারের প্রতিভা নিয়ে কোনও দিনই সংশয় ছিল না। তবে প্রশ্ন উঠছিল ধারাবাহিকতার অভাব নিয়ে। কিন্তু এই সিরিজে বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করেছেন রাহুল। পাঁচ টেস্টের দশ ইনিংসে দু'টি সেঞ্চুরি-সহ মোট ৫৩২ রান। গড় ৫৩.২০। রাহুল বলছেন, এই সিরিজ আমার কাছে স্পেশ্যাল। সত্যি কথা বলতে কী, এখনও পর্যন্ত যে ক'টা টেস্ট সিরিজ আমি খেলেছি, তার মধ্যে এটাই সেরা। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও খুশি। নিজের দায়িত্ব পালন করতে পেরে তৃপ্ত।

একরত্তি মেয়েকে ছেড়ে ইংল্যান্ডে আগেই চলে এসেছিলেন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। রাহুল বলছেন, গত কয়েক মাসে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভারত 'এ' দলের হয়ে খেলার জন্য আগেই ইংল্যান্ডে চলে আসি। বাড়তি ক'টা দিন মেয়ের সঙ্গে কাটাতে পারতাম। ইংল্যান্ডে চলে আসা মানে দু'মাস ওকে ছেড়ে থাকতে হবে। তবে মনে হচ্ছে পেশাদার হিসাবে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। অবশ্য পরিবার পাশে ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে রাহুল। (ফাইল ছবি)

রাহুলের সংযোজন, আমার স্ত্রী আথিয়া খুব সাহায্য করেছিল। এখানে আসার পর আর মেয়েকে দেখতে পাইনি। শুধু ওর ছবি দেখি। মনে আছে মেয়ের জন্মের দু'দিন পরেই আইপিএল খেলার জন্য বাড়ি ছেড়েছিলাম। টুর্নামেন্টের মাঝে সময় পেলেই মেয়েকে দেখার জন্য ছুটে গিয়েছি। আবার ম্যাচের আগে ফিরে এসেছি। এভাবেই পুরো আইপিএল কেটেছিল। তার পর তো ইংল্যান্ড চলে এলাম। এবার বাড়ি ফিরে মেয়েকে দেখার জন্য ছটফট করছি।

বিরিয়ানি-পিৎজা বাদ, রহস্য ফাঁস ভাইয়ের

হায়দরাবাদ, ৫ অগাস্ট : ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকর সিরিজ চলাকালীন বাবাকে হারিয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ। সিরিজের মাঝপথে দলকে বিপদে ফেলে ফিরে আসেননি। সিরিজ জিতে দেশে ফিরে হায়দরাবাদ বিমানবন্দর থেকে সোজা বাবা মহম্মদ ঘাউসের সমাধিস্থলে যান সিরাজ। সমাধিক্ষেত্রে বসে চোখের জল সংবরণ করতে পারেননি তিনি। বাবা অটোরিকশা চালিয়েও ছেলের স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াননি। বাবার জন্যই ক্রিকেটকে আঁকড়ে ধরে এগিয়েছেন সিরাজ। বাবা তাঁর সাফল্য দেখে যেতে পারেননি বলে আক্ষেপ রয়েছে। তাই প্রয়াত বাবাকে স্মরণ করেই দেশকে জেতাতে নিজেকে নিংড়ে দেন ছেলে। সঙ্গে থাকে মা শাবানা বেগমের প্রার্থনা। ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগেও বাবার সমাধিস্থল ঘুরে যান।

বুমরা না খেললেও সিরাজ রয়েছেন, এই ভরসা এখন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট পাচ্ছে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাঁচ টেস্টই খেলে ২৩ উইকেট নিয়েছেন সিরাজ। যখনই দরকার পড়েছে লম্বা স্পেল করেছেন। কোনও ক্লান্তির ছাপ নেই। ভাই মহম্মদ ইসমাইল জানিয়েছেন, শৃঙ্খলা এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস সিরাজকে আন্তর্জাতিক স্তরে বোলিংয়ের জন্য সর্বোচ্চ ফিটনেস অর্জনে সহায়তা করেছে। ইসমাইল বলেন, সিরাজ নিজের ফিটনেসের উপর বেশি মনোযোগ দেয়। জিম করে নিয়ম মেনে। জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলে। খাদ্যাভ্যাসে শৃঙ্খলা রাখে। হায়দরাবাদে থাকা সত্ত্বেও খুব কমই বিরিয়ানি, পিৎজা খায়। তাও সেটা যদি বাড়িতে তৈরি হয়। নিজের শরীরের খুবই যত্ন নেয়। এই ব্যাপারে খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ।

সিরাজের ভাই আরও বলেন, ও কখনও হাল ছাড়ে না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে জায়গা না পেয়েও হতাশ হয়নি। বরং পরিশ্রম আরও বাড়িয়ে দিয়ে ফিটনেসে বাড়তি নজর দিয়েছে। সকাল-বিকেল অনুশীলন করেছে। ভুল চিহ্নিত করে তা সংশোধন করেছে।